কাটোয়া কলেজ
বাংলা বিভাগ
কাটোয়া।। পূর্ব বর্ধমান।।৭১৩১৩০

রাঢ় বাংলার পূর্ব বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া। কাটোয়া কলেজ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় এই কলেজের বাংলা বিভাগ। এই বিভাগে সাম্মানিক পাঠক্রম ৬০-এর দশকে শুরু হয়। কাটোয়া কলেজের গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা দিনে-দিনে বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের বিষয় বৈচিত্র এবং উপযোগিতা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উভয়ই উপকৃত হয়। কেননা, একটা বিভাগ মানেই হলো ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক ও গ্রন্থাগার মিলিয়ে একটা সমন্বয়ী সম্পর্কের মন্দির গড়ে তোলা। সেবা যদি পরমধর্ম হয়, তাহলে মনন চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থদানের মধ্য দিয়ে সেই সেবা ধর্মই আমাদের একমাত্র ব্রত। আমরা বিভাগের মধ্য থেকে সকলে মিলে নিয়মিত ক্লাস গ্রহণ ছাড়াও ওদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি বিষয়ে নজরদারি চালায়। ওদের সুখ সুবিধা এবং পারঙ্গমতা বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ক্লাসের বাইরেও আমরা ওদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। ওদের ক্লাস টেস্ট নেওয়া হয়।অভ্যন্তরীন মূল্যায়ণ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট মানকে বজায় রাখার চেষ্টা করি। উপযুক্ত সময়ে সিলেবাস শেষ করার বিষয়ে আমরা ভীষণ মনোযোগী থাকি। যেসব ছাত্র-ছাত্রীর মান সাধারণের তুলনায় প্রাগসর এবং মেধা উচ্চমানের – তাদের বিশেষ নজর রাখি। যারা পিছিয়ে পড়ে সবরকমের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য করি । বিভাগের শিক্ষকেরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত সিলেবাস সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমরা শিক্ষক দিবস, ভাষা দিবস, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করে থাকি। রাঢ় বাংলায় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আমরা রিসোর্স পার্শন দের দিয়ে আলোচনা সভা করে থাকি। বিভাগের নিজস্ব পত্রিকা ‘অনির্বাণ’ নিয়মিত আকারে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা যায় যে এই পত্রিকায় ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক সকলের লেখার অধিকার থাকে।

শুরু থেকেই বাংলা কলেজের বাংলা বিভাগের উৎকর্ষ প্রমাণিত। নিয়মিতভাবে এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠের উপযোগী বিবেচিত হয়। বেশ কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

নারী শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকলে সমাজ বিকলঙ্গ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যে ছাত্র ছাত্রীরা নিরলস পরিশ্রমে নিজেদের উন্নীত করার চেষ্টা করে, - আমরা তাদের পাশে থাকি। চন্দ্রকলার মতো দিনে দিনে কাটোয়া কলেজের বাংলা বিভাগ একদিন পূর্ণিমাকে স্পর্শ করবে এই আশা নিয়ে আমরা আছি।

***উদ্দেশ্য*:**

আমাদের বিভাগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ ভাবে দক্ষ করে তোলা তেমনই,- প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদের কর্মজীবনের এগিয়ে দেওয়া এবং কতজন কতভাবে অর্থ উপার্জনের দিকে এগোতে পারলো, তার হিসাব রাখা।বাংলা পড়ার সুবিধা পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন ভাবে মিলতে পারে। শুধু শিক্ষকতা নয়, সাংবাদিকতা, অভিনয়, আবৃত্তি, লেখালেখি, ঘোষক,- এসবও বাংলা পড়ে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এজন্য শুধু নির্দিষ্ট সিলেবাস নয়,- আমরা ওদের সঠিক ভাষা শিক্ষা, ভাষা সৌন্দর্যায়ণ কিভাবে বাড়াতে হয়, বিভাগে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে উৎসাহ দান এবং আরো অন্যান্যভাবে ওদের উৎসাহিত করায় বিভাগের উদ্দেশ্য। এই মহতী উদ্দেশ্য যাতে আরো সাফল্য লাভ করে আগামী দিনে বাংলা বিভাগ আরো যত্নশীল থাকবে। আমরা চাই ওদের মধ্যে সন্ধানীমন ও গবেষকসত্তা আরো জাগ্রত হোক।

পরবর্তী পদক্ষেপ / ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

প্রত্যেক বিভাগে উন্নয়নের পক্ষে শুধু স্নাতক সাম্মানিক নয়, - স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠনের দিকে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে দাবী পেশ করা হয়। দিন দিন উচ্চশিক্ষায় যেভাবে চাপ বাড়ছে, সেখানে আমাদের বিভাগ সেই চাপ কমাতে স্নাতকোত্তর খোলার ব্যাপারে আগ্রহী। এছাড়া রাঢ়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাতে বিশেষ পত্র করা হয়,- তার জন্য আমরা দাবী জানাতেই থাকবো। আমরা চাইবো কাশীরাম, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তারাশঙ্কর, মুকুন্দরঞ্জন – এঁদের সকলের জন্য বিশেষ আলোচনা কক্ষ নির্মিত হোক। এঁরা আমাদের সম্পদ। আমরা চাই বিভাগের নিজস্ব একটি উপযুক্ত মানের সেমিনার লাইব্রেরি। আমরা চাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য পুঁথি পাঠ ও অনুবাদ কর্ম বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করে বিশেষ আয়োজন গড়ে তোলা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : হাজার বছরের পথ পরিক্রমা :-

“বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার ফল স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাব ধারায় পুষ্ঠ হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালী সংস্কৃতি, এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য।”

(‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’/ ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।)

সর্বজনগ্রাহ্য এই মতকে মান্যতা দিয়েই প্রায় সকল গবেষকই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের হাজার বছরের পথ পরিক্রমাকে কালানুক্রম মেনে ত্রি-স্তরীয় বিভাজন চিহ্নিত করে গেছেন। প্রত্যেকটার কালসীমা আণুমানিক ভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক। কিন্তু ইতিহাস কি সবসময় সরলরেখায় চলে? অনেক উচ্চাবচতা, অনেক বক্রতা পার হয়ে হয়ে ইতিহাস এগিয়ে চলে। তবুও মান্যতাপ্রাপ্ত এই যুগবিভাগ সকলের পক্ষে সুবিধাজনক এবং সরল। হয়ত এগুলো মনে রাখার সুবিধার্থে। না হলে সাহিত্যের ইতিহাস সর্বত্র সাল-তারিখের হিসেব মেনে স্পষ্ট যুগ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। কাল নিজ নিয়মে এগিয়ে

চলে। চর্যাগীতির পুঁথিই তো আবিস্কৃত হয়েছে বিশ শতকে। ইতিহাস এগিয়ে গেছে নিজ নিয়মে। তাহলে বলতে হয় ঐতিহাসিকরা যেমন বিভিন্ন নিদর্শণ বা উপকরণ পরীক্ষা করে কালকে ধরতে চান, - সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও রচিত গ্রন্থের পুঁথি বা মুদ্রিত প্রকাশন-ই একমাত্র অবলম্বন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সুনীতিবাবুর মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। একমাত্র গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। আবার ভূদের চৌধুরীর মতে এই যুগের ব্যাপ্তি ৭৫০ থেকে ১২০০। চর্যাগীতির ভাষা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয়-ধারণা এসব পরীক্ষা করেই তাকে প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ব্যাপ্তি ১২০১ থেকে ১৮০০খ্রী:। এর মধ্যে আবার ১২০১ – ১৩৫০খ্রী: পর্যন্ত সময়সীমাকে একেক মানসিকতা নিয়ে এক-এক গবেষক বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ বলেছেন প্রস্তুতি পর্ব, কেউ বলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন শূণ্যতার যুগ। কেও বা ভেবেছেন ইতিহাস কখনো শূণ্য হতে পারে না। হয়তো রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের কারণে চিহ্নগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কোথাও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আবার কোথাও রসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। এঁরা না থাকলে চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনাবিষ্কৃত থেকে যেতো।মনে হয় না কি আবার কোন উপকরণ মিললে আবার বদল ঘটে যেতে পারে যুগনিরূপণের ক্ষেত্রে। আধুনিক যুগের শুরু ধরা হয় ১৮০১খ্রি: থেকে। এও কিন্তু গতানুগতিক ছক বাঁধা চিন্তা। আধুনিক, আধুনিকতা এবং আধুনিকতাবাদী – তিনটিই আলাদা ধারণা। যে যার মতো আধুনিক সমসময়ে। তুলনামূলকতায় ভেসে যায় প্রাচীনত্ব ও মধ্যযুগীয় বিশেষণ। চর্যাগীতির অনেক পংক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক চরণ,বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক পদ গাথাগীতিকার অনেক অংশ, মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গলের অনেক চরিত্র এবং চরণ শাশ্বতভাবে আধুনিক। তবু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর মিশনের দৌলতে মুদ্রণ ব্যবস্থা, রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ, - গদ্যের এই চলমানতার পথ ধরেই উনিশ শতকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেলো যার নাম আধুনিকতা।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে চসারের মৃত্যু, ক্যাসটন রচিত মুদ্রণযন্ত্রকে আধুনিকতার ভিত্তি বলা হয়। এর পরে Age of Reason রোমান্টিক যুগ এগুলিই আধুনুকতার আভাস তো আর আধুনিকতা নয়, সে হল ঊষা। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিকতার সূচনা হিসাবে বিভিন্ন মনীষীরপদাঙ্ক অনুসরণ করে বলা হয় যে,-

i) ভারতচন্দ্রের মৃত্যু
ii) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা
iii) রামমোহনের আগমণ

-এই তিনটি সূচনা বিন্দুর কথা বিতর্ক আকারে গবেষক মহলে প্রচলিত।

সে যাইহোক যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে কাল বা সময়ই একমাত্র পরিমাপক হতে পারে না। কতকগুলি বিশেষ মনোভঙ্গি সাহিত্যের যুগ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যুগ সম্পর্ক রচিত হয় বিশেষ জাতি বা ধর্মের সঙ্গে কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কালের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মূর্তি – অর্থাৎ প্রতিভা-ই প্রতিভাত হয়। সাহিত্য রচিত হয় ব্যক্তি প্রতিভার হাতে। এমনকি মৌখিক বা লৌকিক সাহিত্য যাকে বলা হয় তার পেছনেও রয়েছে পুরো সমাজ নয়, কিছু নিনামা ব্যক্তি প্রতিভার অবদান। সেক্ষেত্রে বড়ু চন্ডীদাস একটা যুগ, বৈষ্ণব পদকর্তারা একটা যুগ, মুকুন্দরাম নিজে একটা যুগ এবং ভারতচন্দ্র তো বটেই। নতুনভাবে ভাবা উচিত। সাহিত্য যদি সমাজ জীবনের দর্পন হয়, - তাহলে প্রতিভাবানের দর্পনেই তা প্রতিভাত হয়ে থাকে। তবু দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা আমাদের সামাজিকতাকে সর্বদিক দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেখানে অবশ্যই থাকে রাজনীতি।

Programme Outcomes of Bengali Honours :-

এক।। CC: Core Courses

- একজন মনোযোগী ছাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এলাকা বিষয়ে তখনই শক্ত জমি অর্জন করতে পারে যখন সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিভিন্ন স্তর ভিত্তিক – যেমন প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক – বিশিষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা পায়। বিবর্তনের ইতিহাস না জানলে নিজেকে পরিবর্তিত করা যায় না।

- ভাষাতত্ব তার ইতিহাস ও স্তরভিত্তিক পরিবর্তন না জানলে ধ্বনি,পদ,বাক্যগঠন এবং শব্দার্থ পরিবর্তন বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ ও বৈয়াকরণিক পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। কালে কালে ভাষা যে খাদ পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন তীরভূমিকে আশ্রয় করে ফলবান হয় – ভাষাতত্ত্বের পাঠই পারে সেই সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হদিশ দিতে। এরফলে বাংলা ভাষার গঠনযোগ্যতা ওদের কাছে প্রতিভাত হয়, দক্ষতা বাড়ে, শব্দ এবং অর্থ জ্ঞান গভীর হয়।

- কথা সাহিত্য এবং তার গাঠনিক ছাঁদের বৈচিত্র্য, তার করণ কৌশল জানার ফলে সাংস্কৃতিক চর্চা প্রশস্ত হয়। জানা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং প্লট গঠন, চরিত্র নির্মাণ তথা রীতিতত্ব বিষয়ে গভীরতা লাভ।

- বাংলাদেশের সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ে বোধায়ন ও সামগ্রিক পাঠ সমৃদ্ধি এনে দেয়। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিচিত্র্য আলোকপাত, বৈচিত্র বর্ধক জ্ঞানকান্ড গড়ে তোলে।

- প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সাহিত্যে এবং সাহিত্যতত্ত্বে যে বিচিত্র পরীক্ষা-নীরিক্ষা গড়ে ওঠে। সেই ভিত্তিক জ্ঞান বাড়ে। ঔপনিবেশিক তত্ব চিন্তা ও ইতিহাস পাঠ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব পর্বকে চিনিয়ে দেয়।
- কথা সাহিত্যের করণ কৌশল বিশ শতকের উপন্যাস সাহিত্যে যেভাবে ঐতিহাসিক মহাকাব্যিক এবং চেতনা স্রোত ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেছে তার ধারণা হয়।

- বিশ শতকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধ্যাণ-ধারণার জন্ম আধুনিক কবিতাকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে। শুধু কলাকৈবল্যবাদ বা জীবনমুখীনতা নয় একই জীবনে লুকিয়ে থাকা কত বিচিত্র জীবন – তার অন্ধকার কক্ষে কক্ষে পরিভ্রমণ এক আনন্দদায়ী পাঠাভ্যাস গড়ে।

- নাট্য বিষয়ে পাঠ্য দান ভীষণভাবে সমাজমুখী। বিশ্বনাট্য সংবাদকে পাশে রেখে বাংলা নাটকের ইতিহাস জানানো আবশ্যক।

- একটি জরুরি বিষয় হল আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্নমালা পাঠ। যার নাম হল IPA। এরফলে অন্য ভাষার শুধু অর্থ নয় উচ্চারণও অনেকটা আয়ত্ত হয়।

- জানা উচিত ফ্যাসিবাদ এবং ক্যাপিটালিজমের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন বিদ্রোহের ইতিহাস, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সমাজবাদের উদ্ভব।

- বাংলা গদ্যের প্রসারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি – এদের আবদার জানা জরুরি। মধ্যযুগের সাহিত্যের পুঁথিনির্ভরতা ঘুঁচে শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রবর্তন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

দুই।। SEC : Skill Enhancement courses

পেশাগত ক্ষেত্রে দক্ষ ও উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য জানতে হয়, -

- মুদ্রণযন্ত্রের বিকাশ এবং বাংলা ভাষী মানুষের বিশ্ব নাগরিকত্ব অর্জন। নতুন ঘরানা, প্রকাশিত গ্রন্থ, সরকারী রঙ্গমঞ্চ, আম জনতার সংস্কৃতি এগুলি যেসব জার্নাল, সাপ্তাহিক পত্র এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশ পেয়েছে তার ইতিহাস চর্চা।

- বাংলা ভাষার ব্যবহারিক চর্চা গভীর হয় অনুবাদ, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণ, বিভিন্ন সাংবাদিক নিবন্ধ রচনা এবং প্রতিবেদন তৈরির মধ্য দিয়ে।

- শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান এবং তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি।

- গল্প কিভাবে চলচ্চিত্রায়িত হয় তার উপযোগী পেশাগত ধারণা ও জ্ঞানদান।বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা এবং প্রকাশ মাধ্যম এর সঙ্গে যুক্ত থাকা।

তিন।। DSE- Discipline Specific Courses

- উপাখ্যান এবং উপন্যাস বিষয়ে গভীর গবেষণা মিথ এবং অভ্যাস তত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্লট, চরিত্র এবং রীতিতত্ব বিষয়ে অবহিত করে।

- সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র জুড়ে তুলনামূলক আলোচনা বাংলা সংস্কৃতির বিচিত্র ও বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে।

- স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া নিয়ে গড়ে ওঠা সংকট জানা জরুরি। তা উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রকৃত প্রেক্ষাপট উপলব্ধিতে সহায়ক।

- পাশের রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের সাহিত্য ও ভাষাচর্চার খবরাখবর রাখা আবশ্যক। এরফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগলাভ ঘটে।

- লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন মৌখিক সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে।

- বিভিন্ন ভাষাতাত্বিক ও শব্দার্থ পরিবর্তনজাত খবরাখবর বিজ্ঞানভিত্তিক কথাসাহিত্য এবং রহস্য উপন্যাস জানতে সাহায্য করে। কোন উপন্যাস কেন জনপ্রিয় সেটা জানতে বিভিন্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সাহিত্যিক ক্রিয়াবাদ জানাটা জরুরি।

- এই পাঠক্রম এমনভাবে নির্মিত যার ফলে ধ্রুপদী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে জ্ঞান বাড়ে।

CBCS : বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য

Programme Outcome :**বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য**

- সাহিত্যে মানুষই শেষ কথা। জীবনে জীবন যোগ করা – এটা না হলে সাহিত্য কৃত্রিমপণ্যে তার পসরাকে ভরে তোলে তাই যেহেতু এটি মানববিদ্যা,- তাই সাহিত্য কথাটার মানে বুঝেই মানুষ হিসাবে শুধু চরিত্রগুলোর সঙ্গে নয় দুঃখী

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সমব্যাথী হওয়াটাও জরুরি। এ এক এমন প্রসূতিসদন যেখানে জন্মলাভ করে এই সহমর্মীতা ও সহযোগিতার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

- সাহিতত্বের বোধ উদ্রক্ত করতে না পারলে সাহিত্য পাঠদান একটি বন্ধ্যাকর্ম তাই সাহিত্য পাঠ তখনই ফলবান হয় যখন মানবিক মূল্যবোধ যথারীতি চর্চিত ও মার্জিত স্বভাব লাভ করে। এই মার্জনা একটি শাশ্বত প্রচেষ্ঠা।

- CBCS পাঠক্রমের অন্যতম দিক হল অনুপ্রশ্নের সঙ্গে ওদের পরিচয় লাভ। এটা ওদের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গুলির উপযুক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে। উপেক্ষিত যেমন সাহিত্যে তেমনি সমাজে থাকেই। তাদের অন্তর্গত যোগাযোগ রচনা করতে না পারলে সাহিত্য পড়ায় মুখ্য অভিপ্রায় যে হৃদা-মনীষা-মনসা-যুক্তিকরণ-তা সম্পন্ন হতে পারে না।

- CBCS পাঠক্রমে যেভাবে বিষয় বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার উপজাত ফল হল এই যে স্নাতকোত্তর স্তরে নিবিড় এবং বিস্তৃত পাঠ-গ্রহণ ওদের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য ও সুধিধাজনক হয়ে ওঠে। মনে থেকে ভয় কেটে যায় এবং আপাত অনুর্বতা ঘুঁচে ওদের মনোভূমিতে উর্বরতা নেমে আসে।

- বিভিন্ন তত্ব দর্শন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের নন্দনতত্বের বিচিত্র দিক ওদের জ্ঞানোলোকের এলাকাভুক্ত হয় এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য : Program specific Outcomes

- উদ্যোগ নিয়ে বাংলা বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায় যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা তার অন্যতম হল সাধারণভাবে ভাষার উৎপত্তি, ভারতীয় ভাষা এবং তার বর্গগত হিসাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, বৈচিত্র এবং সমৃদ্ধি অর্জনের ইতিহাস জ্ঞান। ‘কঙ্কাল’কে জানতেই হবে তবেই আত্মায় উত্তরণ সম্ভব হবে।

- বাংলা ভাষায় সাহিত্য গুলিতে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বিচিত্র রচনাকর্ম যেমন আছে, তেমনি আছে বিবিধ শাখা। যেমন – কবিতা,গল্প,উপন্যাস,প্রবন্ধ ইত্যাদি। এরা কিভাবে নানান দিক থেকে নান্দনিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে – এই পাঠক্রমে তার পরিচয় থাকে।

- অবশ্যই থাকতে হয় ঘনিষ্ট ও নিবিড় পাঠ। সৃজনশীল নান্দনিক ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে বিবিধ প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট রচনাকর্মের শৈলী বিজ্ঞান ওদের জানানো হয়।

- সঠিকভাবে ভাষা শিখলে রেডিও, টেলিভিশন, সাংবাদিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওরা সফল হতে পারে। নিজে নিজে রচনা করতে পারে প্রাতিষ্টানিক পত্র রচনা ও প্রতিবেদন নির্মানের দক্ষতাকে। এতে করে ওদের কর্মক্ষেত্রে ক্রমপ্রসারণশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

- বাংলা পাঠক্রম থেকে জানা যায় যে শুধু ভাষা নয় একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন কতখানি পাঠ সহায়ক হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভারতীয় মানচিত্রে বাংলার অবস্থান জানাটা জরুরি। কেননা সংস্কৃতির জন্ম হয় দেশ-কাল ও পাত্রকে ঘিরে।

*Programme Specific Outcome of Bengali Hons.(**বাংলা সাম্মানিক**)*

ছাত্রছাত্রীরা কি শিখলো এবং কতখানি ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন কতটা হলো তা জানা জরুরি। বিভিন্ন অভিপ্রায়, তাদের বিবর্তন, রূপান্তরণ একটি মূল্যবান অবদান হয়ে সমাজকে বিশিষ্ট করে। ভারতীয় আন্তর্জাতিক ভাষা চর্চার আধুনিক ও ব্যবহারিক প্রকরণ যে যে দিক থেকে বাংলা সাম্মানিকের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট করে, তা হল-

i. বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম সংগ্রহ।
ii. বিজ্ঞাপন, সংবাদ মাধ্যম, সাংবাদিকতা, মুদ্রণ মাধ্যম এবং প্রকাশক সংস্থায় সুযোগ লাভ ঘটে।
iii. জুনিয়র রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট, লাইব্রেরিতে ও কলেজে কাজ পাওয়ায় সাহায্য করে।
iv. স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সহায়ক হয় এসব শিক্ষা।
v. বিভিন্ন NGO তে সুযোগ লাভ বাড়ে।

Course Outcome of Bengali Generic (Elective)

এই সম্পূর্ণ পাঠক্রমের ভিতর দিয়ে ইংরাজি থেকে বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা থেকে ইংরাজি অনুবাদে দক্ষতা বাড়ে, বৃদ্ধি পায় প্রুফ সংশোধন, পত্র লিখন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে।এর ফলে প্রুফ রিভার, অনুবাদক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাগত গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান অর্জিত হয় বিজ্ঞাপন জগতে স্থান লাভের কেননা সাংবাদিক হতে চাইলে এসব খুব জরুরি।

Course Outcome: ***বাংলা পাঠক্রমের সলতে পাকানোর যাত্রা শুরু***

সাম্মানিক প্রথম সেমেস্টারের শুরুতেই এই পাঠক্রমের আমাদের উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সামাজিক উদ্দেশ্যটিকে বুঝিয়ে দেওয়া। ইতিহাস চলমান। সমাজও তাই। এজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পড়াতে গিয়ে গতিশীল সমাজের স্তরপরম্পরায় বিন্যাস প্রণালীবদ্ধ আকারে শ্রেণীকক্ষে মৌখিক মানচিত্র এবং প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে উপস্থাপিত করা হয়।

Semester : I -VI

Programme Outcome

Course Code	Course Title	Course specific Objectives	Course Outcomes
CC-1/SEM-1	**বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ**	**চর্যাগীতি** – ● আবিষ্কার ● প্রকাশকাল ● নামকরণ ● ভাষা ● কবি পরিচয় ● অধ্যাত্মতত্ত্ব ● সাহিত্যমূল্য : দেশ-কাল-সমাজ ঐতিহাসিক মূল্য ● বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চর্যাপদ	এর সুবিধা হলো, বিমূর্ত জ্ঞানকে মূর্ত করে তোলা – যাতে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে যে, চর্যাগীতি শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য পাঠ্য নয়, বাংলা জনজীবন ও বাংলা ভাষাকে ক্রমান্বয়ে জেনে চলার প্রথম আরোহী সোপান। ফলে ইতিহাসের অন্ধকারকক্ষে তারা নিজেরাই আলো জ্বেলে প্রবেশক্ষম হবে।

		শ্রীকৃষ্ণকীর্তন– ● আবিষ্কার ● প্রকাশকাল ● নামকরণ ● কবিপরিচয় ● বিষয়বস্তু ● চরিত্র চিত্রণ ● ভাষা ছন্দ বিচার ● লোকায়তচেতনা ● শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ● সমাজচিত্র ● ঐতিহাসিক গুরুত্ব ● একালের দর্পণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।	ছাত্রছাত্রীদের এটা বোঝানো যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এমন একটি গ্রন্থ, যা ধর্মীয় বেড়াজালে সন্ধ্যাভাষার নিগড়ে বন্দিনী বাংলা সাহিত্যকে লোকায়ত মঞ্চে উপস্থিত করা। এটা বোঝানো যে, ধামালী জাতীয় এই কাব্যে সূক্ষ্ম ধর্ম নয় – স্থল ইন্দ্রিয়জ কামনা উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ, যা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বেড়াজাল ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণকে লোকায়ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমরা বিবিধ সহায়ক গ্রন্থ ও প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সাহায্যে পাঠদান করে থাকি। পাশাপাশি বোঝানো যে, পুঁথিসংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার এ বিষয়ে স্বনামধন্য মধ্যযুগের পক্ষে কতখানি গুরুত্ববাহী গবেষকের তথ্য ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা হয়।

		অনুসারী সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত) – **রামায়ণ :** ● আত্মপরিচয় ● বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনামূলকতায় বাংলা রামায়ণের গুরুত্ব ● আবিষ্কার ● প্রকাশকাল ● নামকরণ ● মৌলিকতা ● অনুবাদের ধারায় রামায়ণ বাঙালিয়ানা ● এ কালের আলোয় রামায়ণ।	'সাতকান্ড রামায়ণ' ছিল দেবভাষায় রচিত এবং 'দেবের সৃজিত'। কৃত্তিবাস সংস্কৃত ভাষার সীমিত গন্ডীকে ছিঁড়ে তাকে আপামর বাঙালীর উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। আসলে এটা ওদের বোঝানো যে, বাংলা অনুবাদ ছাড়া মহাকাব্যদ্বয় ও ভাগবতকে জনসম্পদ করে তোলা যেত না। জাতীয় চৈতণ্যের সঙ্গে আঞ্চলিকতার মেলবন্ধন যে মাতৃভাষা ছাড়া অসম্ভব, এ বিষয়ে তাদের অবহিত করা। এছাড়া নরচন্দ্রমা রাম কিভাবে বাঙালী রাম হয়ে উঠলেন, এটা তাদের বোঝানো। প্রতিবার যখন ভাষা দিবস পালিত হয় তখন কৃত্তিবাসকে ভগীরথরূপে হাজির করতেই হয়। যিনি দেবভাষার গঙ্গাকে গ্রামবাংলার তীর ধরে প্রবাহিত করেছিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্লেষণ ওদের জানানো হয়। আমরা মজা করে বলি, এস. ওয়াজেদ আলি প্রবন্ধ পড়তে, যেখানে বলা আছে - "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে"।

		মহাভারত : ● ব্যাসদেবের মহাভারত ও কাশীরাম দাসের অনুবাদ নিয়ে তৌল আলোচনা ● বাংলা মহাভারতের গুরুত্ব ● আবিষ্কার ও প্রকাশকাল ● জনপ্রিয়তা ● নামকরণ ● মৌলিকতা ● অনুবাদ সাহিত্য ও মহাভারত ● নব চেতনার আলোকে মহাভারত	মহাভারত যেমন কঠিন তেমন দুর্গম। ব্যাস কূট, গীতা যে গ্রন্থে থাকে তা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই কাশীরাম আকাশের সম্পদকে এনে দিলেন বাংলার মাটিতে। যে ফল ফলল, তা হলো হিন্দু ধর্মের এবং সেই ধর্মভিত্তিক সমাজের মধ্যযুগীয় ভূমিক্ষয় রোধ করা। কেননা, দেড়শো বছরের তিমির কাটিয়ে স্বয়ং চৈতন্যদেবের প্রভাব মাথায় নিয়ে বাঙালীর অন্যরকম নবজাগরণের অন্যতম কৃতি পুরুষ হলেন কাশীরাম। বৈষ্ণব ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণ – এসব পূর্বভারতের চর্চাকেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। আমরা ছাত্রছাত্রীদের এটা বোঝাতে চাই, যে বাঙালীকে জাতীয় চৈতন্যের অংশভাগ করতে গেলে কাশীরাম দাশকে জানা অপরিহার্য। যা ছিল সংস্কৃতের জড়োয়া তাকে বাংলার ঘরোয়া সম্পদ করেছেন কাশীরাম।

		চৈতন্যজীবনী ও বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব (বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচনদাস) ● জীবনী সাহিত্য : প্রাসঙ্গিক তথ্য ● জীবনী সাহিত্যের ধারায় চৈতন্যজীবনী ● বাংলা চৈতন্যজীবনী ● বাংলা সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চৈতন্য ● প্রভাব ● প্রত্যেক জীবনীকারের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ● একালে দর্শন জিজ্ঞাসা ও চৈতন্যচর্চা।	সাধারণ জীবন ও সন্ত জীবনের ফারাকটিকে প্রথমেই ধরিয়ে দেওয়া। ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সামান্য জীবন ও দৈবজীবন এক নয়। মধ্যযুগের ভক্তিবাদ আন্দোলন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সব মুখগুলিকে জড়ো করা। কোথাও মীরাবাঈ, কোথাও নানক। বাংলাদেশে চৈতন্যদেব। বায়োগ্রাফি, অটোবায়োগ্রাফি এবং Hagiography – এদের অন্তর্গত পার্থক্যকে চিহ্নিত করে দেওয়া। একদিকে বৃন্দাবন দাস এবং অপরদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ – এদের দৃষ্টিভঙ্গীগত মৌলিকতাকে বুঝিয়ে দেওয়া, এটা বলে দেওয়া যে চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি তৎকালীন সময়, বাংলাদেশের জনজীবন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও অমূল্য দলিল। এ বিষয়ে আলোকপাত করা যে, চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া স্বকীয়ার উপর পরকীয়ার জয়লাভ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ।অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে দাক্ষিণাত্যের ঐশ্বর্যভাব কিভাবে পূর্বভারত তথা বাংলাদেশে এসে মাধুর্যগুণকে বড় করে তুলল। আমরা এসব জীবনী পড়ে মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরীকে আস্বাদ করতে পারলাম।পাশাপাশি বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ এবং বহিরঙ্গে রাধা কিভাবে চৈতন্যে এসে দ্বৈতাদ্বৈত হয়ে উঠল। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের জীবাত্মা পরমাত্মা নয়, শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা সর্বাধিক বড় হয়ে উঠল। অবতারত্ব এবং জীবনী মিলেমিশে গেল। কাজেই চৈতন্য জীবনী ছাড়া বাংলার কাব্যচর্চা ও দর্শনচর্চা অগ্রসর হতে পারে না। ওদের আমরা বোঝাতে চাই, স্নাতকোত্তর স্তরে তারাশঙ্করের ‘রাধা’ পড়তে গেলে চৈতন্যজীবনী পাঠ আবশ্যক। সংস্কৃত অনুসারী হয়েও এরা ভীষণভাবে মৌলিক। সেই মৌলিকত্বের উত্তরাধিকার একালের কবি ও কথাসাহিত্যকদের উপর সমধিক প্রভাবশালী। এ প্রসঙ্গে জরাসন্ধ, প্রফুল্ল ঘোষ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অবধি

		ভাগবত : ● ভাগবত অনুবাদের প্রথম পর্যায় ● অনুবাদ সাহিত্যে ভাগবত ● ব্যক্তি পরিচয় : মালাধার বসু ● মালাধর বসুর কবি প্রতিভা ভাগবত অনুসারী কবিসমাজ ● বিষয় গুরুত্ব ও ভাব সম্পদ ব্যাখ্যান ● প্রাসঙ্গিকতা।	প্রথমেই ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে ছাড়া বাংলার নবজাগরণ অসম্ভব ছিল, তিনিও ছিলেন মালাধর বসুর অনুরাগী পাঠক। "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ/ এই বাক্যে বিকাইলাম তাঁর বংশে হাত" শ্রীকৃষ্ণ যে বৈষ্ণব ধর্ম এবং পূর্ব ভারতের পুরোধা পুরুষ এটা বুঝতে গেলে মালাধর বসুর গ্রন্থপাঠ অবশ্যকার্য।দুরূহ এবং দুর্বোধ্যকে সহজ করে তোলা – সাহিত্যের এই গনতন্ত্রীকরণ যে কত উল্লেখযোগ্য তা জানতে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অবশ্যপাঠ্য। তাই পাঠক্রমে তাঁর অন্তর্ভূক্তিকরণ যে কতটা জরুরী সেটা বোঝানো হয়। বুদ্ধিমান মালাধর দশম এবং একাদশ স্কন্ধকে বেছে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচর্চার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন। যে ভাগবত পাঠ ছিল শাস্ত্রীয় ও মার্গীয় – তাকে লোকায়ত করেছেন তিনি। আভিজাত্যের সংকীর্ণ খাত ছেড়ে ভাগবত হয়ে উঠল বাংলার গঙ্গাধারা। যার জল পান করে মা-মাটি-মানুষের বাংলা বাঙালির প্রাণবায়ু হয়ে উঠল।

		বৈষ্ণব পদাবলী ও তার মুখ্য কবিগণ (বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস) ● বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী ● বৈষ্ণব তত্ত্বকথা পরিচয় ● চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য ● বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রধান প্রধান কবি পরিচয়, বিতর্ক, বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান। একালে বৈষ্ণবচর্চা।	বৈষ্ণব পদাবলী শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নয়, কাব্যিক আবেদন ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার যুক্তিবেণী ধারা নিয়ে তা যেন মুক্তবেণী রচনা করেছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আমরা ওদের বোঝাতে চাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদকর্তা ও পদাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি। জয়দেবকে গুরু মেনে মৈথেলী পদকর্তা বিদ্যালতিও কিভাবে চন্ডীদাস, জ্ঞাসদাস, গোবিন্দদাস এঁদের সমশ্রেণী ভুক্ত হয়ে গেলেন, তা তাৎপর্য প্রকটন। আমরা ওদের বোঝাই যে, ইংরাজী সাহিত্যের রোম্যান্টিকতা নি্য়ে চর্চা ভালো, কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তাদের রোম্যান্টিকতা বহুলাংশে আরো সুন্দর। অনেক বেশী আকাশচুম্বী সাফল্যের দাবীদার। নায়ক নায়িকার রূপ গুণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কিভাবে রোম্যান্টিকতাকে বপন করেছে তার ইতিহাস জানতেই হয়। প্রশাসনের দিক থেকে পরাধীন হলেও সেই মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদকর্তারা যেন স্বরাট, সার্বভৌম এবং স্বাধীন।

		মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী পরিচয় ও প্রধান প্রধান কবি (বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী) ● মঙ্গলকাব্য পরিচয় ● মঙ্গলকাব্যের স্তর বিভাজন ● মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপট ● প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান কবির ব্যক্তি পরিচয়, কাব্যনাম, কাব্যরচনাকাল, কাব্য বিষয় ও স্বাতন্ত্র্য বিচার ● মঙ্গলকাব্য ও আধুনিকতা	মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসপাঠ যে কারণে জরুরী, তার অন্যতম দিক হলো, লোকায়ত ভাবনা। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর পাশে লৌকিক দেবদেবীরা যাদের কৌলীণ্য কম, আভিজাত্য নেই বললেই হয়, তাঁরাও লোকজ ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যের উটজ প্রাঙ্গনে স্বীকৃতি লাভ করলো। তৎকালীন জনব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থান প্রতিফলিত হলো এসব কাব্যে। অমঙ্গল, অশুভ, যে প্রশাসন জাত সেটা বোঝা যায় এসব মঙ্গলকাব্য যত্ন করে পড়লে।ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’ ওদের বোঝানো হয়, যুগসন্ধির খোপের মধ্যে এই কবিকে বন্দী না করে যুগাতিশায়ী কবি রূপে তাঁকে দেখা উচিত। তবেই ইতিহাসপাঠ হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যবাহী।
		শিবায়ণ কাব্য (রামেশ্বর ভট্টাচার্য) ● মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শিবায়ণ কাব্য ● কাহিনী পরিচয় ● কবি পরিচয় ● শ্রেষ্ঠ কবির ব্যক্ত পরিচয় ও এই শ্রেণির কাব্যধারায় তাঁর বিশিষ্টতা ● শিবায়ন কাব্য ও তৎকালীন জনজীবন	শিবায়ন এক ভিন্ন ধারা। বৈষ্ণব,শাক্ত,যৌর,গাণপত্য, এসবের পাশাপাশি শৈব চেতনা বাংলাদেশে বড় হয়ে উঠেছিল। রামেশ্বরের শিবায়ণ প্রত্যক্ষভাবে বাস্তববাদী, ইতিহাসসম্মত তৎকালীন সামাজিক দলিল। এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে সেকালের বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ভাষিক চলচিত্র। শিবায়ণ না পড়লে ছাত্রছাত্রীরা তৎকালীন জনজীবনের ঐতিহাসিক দিককে ধরতেই পারবে না।

		ভারতচন্দ্রের কাব্য পরিচয় ও অন্নদামঙ্গল কাব্য :- ● মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ও অন্নদামঙ্গল কাব্য ● কাব্য পরিচয় ● কবি পরিচয় ● কবির শ্রেষ্ঠত্ব ও নূতনমঙ্গল ● ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকার	ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির নন, চিরকালের কবি। নগর পুড়লে দেবালয় বাদ যায় না, শিব ও পার্বতীও ঝগড়া করে, কামজ বাসনা নলকুবরকে অধঃপতিত করে। ব্যাসের হাতে গঙ্গা বেশ্যায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ধ্রুবতারার মতো স্থির দিকনির্দেশক নক্ষত্র হয়ে জ্বলজ্বল করে ঈশ্বরী পাটনী এবং তার বর প্রার্থনা। অন্নের অভাব যে কতখানি প্রকট ছিল তা বোঝা যায়। আর লোকায়ত বাংলা ছন্দ, ধ্রুপদী সংস্কৃত ছন্দ এদের যোগাযোগ ঘটিয়ে অলঙ্কারের রামধনু জাগিয়ে অন্নদামঙ্গল বিশিষ্ট হয়ে আছে এবং থাকবে। মনে হয়, নিবিড় পাঠে ছাত্রছাত্রীদের বুঝবে যে, ভারতচন্দ্র না এলে সত্যেনদত্তকে পেতাম না। পেতাম না শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা', গোদের বোঝানো হয়, যুগসন্ধির খোপের মধ্যে এই কবিকে বন্দী না করে যুগাতিশায়ী কবি রূপে তাঁকে দেখা উচিত। তবেই ইতিহাসপাঠ হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিম ও তাৎপর্যবাহী।

		চট্টগ্রাম রোসাঙ রাজসভার সাহিত্য (আলাওল, দৌলত কাজী) ● আরাকান রাজসভার ইতিহাস ও সাহিত্য ● সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার সাহিত্য ● প্রধান কবি ও তাঁদের ব্যক্তি পরিচয়, সাহিত্য পরিচয় ও কবি প্রতিভা ● আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক : একালের নব মূল্যায়ন	প্রথমেই এটা বলে দেওয়া যে আরাকান রাজসভা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশলাভ করল কীভাবে? ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত হলেও চট্টগ্রাম সন্নিহিত এই অঞ্চলটি অধুনা বাংলাদেশের একটি অংশ ছিল। ওদের বোঝানো যে, মনীষী সুকুমার সেন একে ইসলামী বাংলা সাহিত্য নামক পৃথক অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। বিতর্ক আছে তবুও মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বলতেও আমরা ছাড়ি না চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী যখন স্বর্গীয় সঙ্গীতের হিল্লোলে তুঙ্গে,-রোসাঙ দরবারে তখন দুজন বিশিষ্ট কবি লোককথাকে অবলম্বন করে নরনারীর প্রণয়কে টেনে আনলেন মাটির কাছাকাছি। লোরচন্দ্রানী কিংবা পদুমাবতী দুটি ক্ষেত্রেই একথা সমান সত্য। এটা বলে দেওয়া যে, মধ্যযুগের গাঁথা ও গীতিকাগুলিতে যে লক্ষণ ছিল, আরাকান রাজসভার সাহিত্যে যেন তারই ছোঁয়া। বর্ণ নয়, ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়। মর্ত্যের প্রেম।যখন একদিকে অবক্ষয়িত বৈষ্ণব সংস্কৃতির খোল-করতাল, কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত, তখন দৌলতকাজী ও আলাওল দেখালেন যে প্রেম আছে আমাদেরই মাটির ঘরে। বিশেষ ভাবে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া মধ্যযুগের সাহিত্য হল এই মানবধর্মকে চিনে নেওয়া দরকার।

		নার্থ ধর্ম ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : ● নার্থ ধর্ম ও সাহিত্যের পরিচয় ● মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নাথ ধর্মের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ● কাহিনী পরিচয় ● প্রধান প্রধান কবি ও তাঁদের বিশিষ্টতা ● চর্যাগীতির সঙ্গে নাথ সাহিত্যের সংযোগ	বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে এলে বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে শৈবধর্মের অনন্য মিশ্রণে নাথধর্মের উদ্ভব ঘটে। ক্ষীণ ভাবে যে কায়া সাধনা ছিল, তা জোরালো হয়ে ওঠে। ছাত্র-ছাত্রীদের এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পথ চলে এবং অন্বয় রক্ষা করে। তাই বৌদ্ধ তন্ত্রাচার এবং শৈবধর্ম-এদের মিলনের দরকার ছিল। জীবিত মানুষের পক্ষে দেহকে প্রাধান্য দেওয়া খুবই জরুরী। সাহিত্য বিমূর্ত দর্শন নয়, মূর্তিধারী রূপ। তাই তার ইতিহাসেও ছায়ার থকে কায়ার গুরুত্ব অনেক বেশী। নাথ পন্থীদের যোগী বা যুগীও বলা হয়। কায়সাধ মন্দিরাতে বোলে – অর্থাৎ যোগাচারের মাধ্যমে কায়ার মুক্তি ঘটানো এবং মৃত্যুকেও পরাজিত করা। নাথ ধর্মের আদি সিদ্ধাচার্য মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ কীভাবে কায়া সাধনার মধ্য দিয়ে গুরুকে উদ্ধার করলেন এটা ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে হয়-ই। স্পষ্ট করে দেওয়া যে, এজন্যই কাব্যের নাম গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনা। আমরা চর্যাগীতির প্রথমেই পাই- 'কা আ তরুবর পঞ্চবী ডালঅ'। এছাড়া পাই 'যোগিনীর মুখুচুম্বন', ডোম্বী ও ডোম্বিনীর অবৈধ প্রেম এবং নানাবিধ দেহাচার। মীননাথ তো কামিনীকেলী কলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলো অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের গোড়ায় যে বিনষ্টি থেকে উদ্ধারের পথ খোঁজা হয়েছিল নাথ সাহিত্যে যেন তা নতুনরূপে ফিরে এলো। এই দর্শনের বড়ো কথা আগে জীবন তারপর প্রেম। সেখ ফয়জুল্লাহ. ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন, সুকুর মামুদ, দুর্লভ মল্লিক- এরা বিশিষ্ট নাথ সাহিত্যিক।

		ময়মনসিংহগীতিকা : ● গীতিকা ও ব্যালাডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মধ্যযুগে গীতিকার ধারায় ময়মনসিংহগীতিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ● কাহিনী পরিচয় ● প্রধান প্রধান কবি ও তাঁদের বিশিষ্টতা লোকসাহিত্যের ধারায় ময়মনসিংহগীতিকা।	এই বিষয়টি পড়ানোর শুরুতেই কিছু প্রসঙ্গিক তথ্য আমরা ওদের জানিয়ে দিই। বলে দেওয়া হয়, ময়মনসিংহগীতিকা আসলে একটি সংকলন গ্রন্থ যাতে দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম খন্ডের ১০টি পালা গানের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগ্রহকারী একজনই যার নাম চন্দ্রকুমার দে । প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে গানগুলো চলে আসলেও ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সেন প্রথমে অনেকের সাহায্য নিয়ে এগুলি সংগ্রহ করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটির সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যা মনে হয়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করেন। তাই এই গ্রন্থের প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পালাগুলির নাম জানানো হয় যেমন- মহুয়া, মুলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্কা ও লীলা, কাজলরেখা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পালাতেই প্রেমের মর্ত্য মহিমা সব যুদ্ধ জয় করে আত্মত্যাগ বরণ করে প্রেমের জয় তিলক করতে পেরেছে। অনেক উক্তি কালজয়ী এটা শুনে ওরা আজও আনন্দ পায়। তখন পাঠদানের উপযোগিতা ফুটে ওঠে। ওরা নিজেদের মধ্যে বলতে বলতে যায় : "কোথায় পাইবাম কলসী বন্ধু কোথায় পাইবাম দড়ি। তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।" লোকসাহিত্যের শিকড় থেকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। সমসময়ের মাটিতে এর নব নব জন্ম লাভ ঘটে। এই গীতিকায় সেই নবজন্ম পরিগ্রহণ ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে বুঝতে চায় অর্থাৎ সেকালের হলেও প্রেমের শাশ্বত ধর্ম একালের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় তাকে। দৃশ্য একই থাকে পালটে যায় দর্শন। আমাদের মনে হয়

		শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ● শাক্ত দেবতার ইতিহাস ● শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনা ● শাক্ত সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবির ব্যক্তি পরিচয়, তাঁদের বিশিষ্ট ও তুলনামূলক আলোচনা ● একালের দর্শনে শাক্ত পদাবলী	মানুষের যেমন একটা সর্বজনিক সত্তা আছে, তেমনি তার দেশ-কাল-পরিমিত পরিচয় কে চিনতে গেলে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস পাঠ আবশ্যক। বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্ম যে একটি শক্তিশালী শাখা হয়ে উঠেছিলো এটা বোঝা দরকার। অতিরিক্ত মাধুর্য নিয়ে বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেম যখন আত্মরক্ষার পথ ছেড়ে সংকীর্ন কামকলায় আত্মমগ্ন তখন ভিন্ন জাতির আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে দরকার ছিল প্রকৃত শক্তি সাধনার। যা সমাজের মেরুদন্ডকে সবল করবে। শুধু প্রেম নয়, সৈনিকও হতে হবে। এটা যেমন গীতার বড়ো কথা, তেমনি শাক্ত কবিদেরও মূল প্রতিপাদ্য। শুধু প্রেমেই যে দুর্বলতা জাগে। সেই মনোবল ঋজুস্কন্ধ এবং দৃঢ় হয়ে ওঠে মা-কালির স্পর্শে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের জানানো হয় যে দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে আমরা উল্লাস প্রকাশ করি তার পেছনে আগমনী ও বিজয়ার বিরাট অবদান ছিল। আমাদের নবদ্বীপও দরকার, দক্ষিণেশ্বরও দরকার। তাই জাতীয় চরিত্র গঠনে শাক্ত পদাবলী পাঠের সামাজিকও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক গভীর। আমরা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাতে ধরিয়ে দিই মনীষী শশীভূষণ বাবুর অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ ‘ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য’। পাশাপাশি বলি জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর ‘ভারতের শাক্ত সাধনা ও শাক্ততত্ত্ব’। এতে ওরা আলোকিত হয়, সাথে আমাদের পুনর্জন্ম হয়। কেননা শিক্ষক মানে বছরে বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে নতুন ভাবে ফলে ওঠা। একালের সামাজিক পরিসরেও আগমনীর গান, বিজয়ার বেদনা, মা কি ও কেমন- ঘিরে তত্ত্ব, জগজ্জনীর রূপ সমান জনপ্রিয়। এখনো শঙ্খ, সুনীল, শক্তি, জয়, শ্রীজাত এনাদের কাব্যে শাক্ত সাধনার বিবিধ

		বাউল : ● বাউল তত্ত্ব পরিচয় ● উদ্ভব ও বিকাশ ● বাউল কবিদের পরিচয় ও তাঁদের বিশিষ্টতা ● লালন ফকির ● বাউল: একালের দৃষ্টিতে	বাউলগান কিন্তু একটি সাম্প্রদায়িক নির্মাণ। বাউলরা তাদের দর্শন ও মতামত তাদের গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। সতেরো শতকে জন্ম নিয়েও লালন সাঁই এক কালজয়ী নাম। ইনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন। একালের চলচ্চিত্র নির্মানেও একাধিক ভাষায় লালনকে নিয়ে ফিল্ম রচিত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিমদের যেমন সুফী সাধনা। তেমনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাউল সাধনা।ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো হয়, বাদ্য যন্ত্রের নাম একতারা হলেও আসলে তার সুর বহুবর্ণ ও বহুরূপী। আসক্ত মানুষ যেমন নিরাসক্তকে দেখে আকুল হয়, তেমনি বিভিন্ন বাঁধনে বাঁধা বদ্ধ জীবও বাউলকে দেখে আনমনা হয়ে ওঠে। ঘরের পাশে আরশিনগর, মনের মানুষ খুঁজে ফেরা, দেহের মধ্যে দেহাতীতের অলীক অবস্থান, মরমিয়াবাদের এক প্রাচ্য উৎকর্ষ বাউল গীতিতে রয়ে গেছে। তাই বৈষ্ণব গান, শাক্ত গানের পাশে বাউল গান যেমন বাংলাদেশের মাটিতে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের আসন অধিকার করে নিয়েছে।একালের কাব্যে, সাহিত্যে, গল্পে, উপন্যাসে বাউল ধর্ম আছে, বাউল মনের রূপায়ণ আছে এবং অনেক নায়ক-নায়িকা আছে যাদের সঙ্গে স্বভাবধর্মে বাউলের সঙ্গে খুব মিল। বাউল বুঝিয়েছে যে এ দেহটা আমাদের ভারা দেওয়া হয়েছে। আসল যে কারিগর তাদের চেনাই হল সাধনার সঠিক ব্যাকুলতা। সত্যিই গোষ্ঠপাল, পুর্নদাস, কার্ত্তিক বাউল সেই ধারা রক্ষা করে চলেছেন এবং ছাত্রদের পাঠদানের মাধ্যমে যেমন আমরা তেমনি ওরাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। চর্যাপদের সাধনতত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের নির্দিষ্ট শাখার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত।কি কি আচরনীয় এবং কোনটা অনাচরনীয় তা কিন্তু চর্যাগীতিতে গুরু ছাড়া জানা যায় না, এবং বাউল গানেও সাঁই ছাড়া জানা যায় না। বাউল এক অদ্ভুত পাগল, তার প্রেমের ধরণ-ধাঁচ আলাদা-অনেকটা বিশু পাগলার

cc-2/SEM-1	**ছন্দ, অলংকার**	**বাংলা ছন্দ :** ● ধ্বনি ও বর্ণ ● অক্ষর(দল) ● মাত্রা(কলা) ● শ্বাসাঘাত(প্রস্বর) ● ছেদ(অর্থ-সাপেক্ষ বিরাম) ● যতি ● পর্ব ● পর্বাঙ্গ ● অতিপর্ব ● চরণ ● মিল ● বাংলা ছন্দের রীতিগত বিভাগ ● মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ ● কলাবৃত্ত ছন্দ ● দলবৃত্ত ছন্দ ● বাংলা ছন্দের গঠনগত বিভাগ ● (একপদী,দ্বিপদী,ত্রিপদী,চৌপদী) ● পয়ার ● মহাপয়ার ● অমিত্রাক্ষর ● মুক্তবদ্ধ ● গদ্য ছন্দ ● সনেট ● **প্রত্যেক শ্রেণির সংজ্ঞা,** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **তুলনামূলক আলোচনা** ● **দৃষ্টান্ত** ● **হাতে কলমে শিক্ষণ** ● **অতিরিক্ত অনুশীলন**	প্রথমেই ওদের বুঝিয়ে দিতে হয় গণিতকে মেনে সুস্পষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ছন্দোবিজ্ঞানকে বুঝে নেওয়ার প্রথমিক পদক্ষেপটিকে। জানিয়ে দিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ বোর্ড ওয়ার্ক ছাড়া ছন্দ জানা অসম্ভব। যে ধ্বনি কানে বাজে এবং যার লিখিত রূপ বর্ণ – তার সঠিক ব্যবহার শিখে নেওয়ার জরুরি। এরপর জানানো হয় শব্দার্থ বিজ্ঞান তত্ত্ব। তবেই, তারা ঠিক ঠিক ভাবে অক্ষর বা দল, মাত্রা বা কলা এবং শ্বাসাঘাত বা প্রস্বরকে শিখতে পারবে। নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ওদের বোর্ডে পাঠানো-এভাবে প্রাত্যহিক অনুশীলন ছাড়া ছন্দ বোঝা অসম্ভব। সেগুলো করা হয়। এখানে গ্রন্থের সন্ধান এবং প্রত্যক্ষ পাঠ গ্রহণ একটি গুরুমুখী বিদ্যা। নিজেরা করতে পারলে ওরা খুশি হয় আর আমাদেরও শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ফলবান হয়। বাংলা ছন্দের রীতিগত শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন নামকরণের মধ্যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যেগুলি সাধারণ ভাবে মান্যতা পেয়েছে সেটি ধরেই আমরা শিক্ষাদান করে থাকি। সেক্ষেত্রে যারা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে তাদের জন্যে যেমন তেমনিই যাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের আলাদা করে নিয়ে আমরা বিশেষ ক্লাস করি। কেননা এক্ষেত্রে প্রাগ্রসর এবং অনগ্রসর – এই বিভাজন জরুরি। ক্রমাগত আলোচনা এবং দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ ছাড়া আমরা থেমে যাই না। লিপিকরণ এর সার্বজনিক মডেল আমাদের বিভাগ থেকে ওদের দিয়ে দেওয়া হয়

		বাংলা অলংকার : **শব্দালঙ্কার :** ● অনুপ্রাস ● যমক ● শ্লেষ ● বক্রোক্তি **অর্থালঙ্কার :** ● উপমা ● উৎপ্রেক্ষা ● রূপক ● অপহ্নুতি ● সন্দেহ ● নিশ্চয় ● ভ্রান্তিমান ● ব্যতিরেক ● সমাসোক্তি ● অতিশয়োক্তি ● বিষম ● অসঙ্গতি ● ব্যাজস্তুতি ● বিরোধাভাস ● দৃষ্টান্ত **অলংকার :** ● **সংজ্ঞা** ● **শ্রেণিবিভাগ** ● **প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা** ● **দৃষ্টান্ত** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **তুলনামূলক আলোচনা** ● **হাতে-কলমে শিক্ষণ**	ছন্দের মতোই অলঙ্কার একটি প্রত্যক্ষ ও গবেষণাগারের মতো পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার। তাই আমরা হাতে কলমে অলঙ্কার শেখাতে চাই। শ্রেণীকরণ শেষ হলে আমরা ওদের শেখাই প্রত্যেক অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যার সঠিক ছকমানা পদ্ধতিকে। কেননা, প্রথম সেমেস্টারে ভালো করে অলঙ্কার পড়লে পরবর্তী সেমেস্টারে ওদের কাব্য জিজ্ঞাসা পাঠ অনেকটা সহজ হয়ে যায় বলে আমাদের ধারণা। কেননা, ক্রমাগত অনুশীলন এবং বিশ্লেষণ ছাড়া অলঙ্কারজ্ঞান আয়ত্ত হয় না। ওদের বোঝানো হয় যে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার একটি মোটা দাগের বিভাজন। দুটি ক্ষেত্রেই শব্দ ও তার অর্থ জানা ভীষণ দরকার। উপমা থেকে অতিশয়োক্তি পর্যন্ত আমরা ছক মেনে চলি। এই পেপারে অনেকেই ভালো ফল দেখায়। আমরা সঠিক বিজ্ঞান মেনে অলঙ্কার বিষয়টিকে শেখাই। মনে করি হাতেকলমে শিক্ষা অলঙ্কার নিরূপণের পদ্ধতিকে অত্যধিক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে অধিগত করতে হয়।

CC-3/SEM-2	**বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী**	**বৈষ্ণব পদাবলী :** ● বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব-ক্রমবিকাশ ● নির্বাচিত পদগুলির পাঠ ● রসোত্তীর্ণ ব্যাখ্যা ● বিভিন্ন তত্ত্বকথা পর্যালোচনা ● লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ● নির্বাচিত পদগুলির সাপেক্ষে প্রত্যেক পর্যায়ের পদগুলি অবলম্বনে পদকর্তাদের কৃতিত্ব ● প্রত্যেক রস পর্যায় ও নির্বাচিত পদ	প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করা হয় বৈষ্ণব ধর্ম, তত্ত্ব এবং প্রকরণের দিক থেকে পদ শব্দটির তাৎপর্য। আসলে, পঞ্চোপসনার দেশে পৃথকভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বকে বুঝে না নিলে পদাবলীর গভীরে প্রবেশ করা শক্ত। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থকে আশ্রয় করে ওদের পাঠদান করা হয়। সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধা গোবিন্দ নাথ, সুকুমার সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, ক্ষুদিরাম দাস – এঁদের রচিত গ্রন্থ গুলির সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। এরপর পর্যায়ভিত্তিক পাঠদান শুরু হয় এবং পদ ভিত্তিক আলোচনার নিবিড় পাঠ প্রদত্ত হয়। ওদের সুবিধার জন্য মধ্যযুগীয় বিভিন্ন শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ও কাব্য সৌন্দর্য বোঝোনো এবং লেখানো হয়। বিভিন্ন পুঁথি যা লভ্য, - তার সঙ্গে ওদের পরিচিত ঘটানো হয়। একালের সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জয় গোস্বামী পর্যন্ত কীভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠ প্রভাব বিকীর্ণ হয়ে আছে, - তার চেষ্টা করা হয়। ওরা অবাক হয়ে শোনে, “আজামু কেশ ভিজিয়ে নিচ্ছ আকাশছেঁচা জলে”

		শাক্ত পদাবলী : ● শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব-ক্রমবিকাশ ● শাক্ত পদাবলী সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য ● পাঠ্য নির্বাচিত পদগুলির পাঠ ও রসোত্তীর্ণ ব্যাখ্যা ● বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী পাঠ্য পদগুলির পাঠ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির অবলম্বনে বিভিন্ন পদকর্তাদের বিশিষ্টতা ও তুলনামূলক আলোচনা ● বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা	এই বিষয়টির পাঠদানের আগে বাংলাদেশে শাক্তের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়টিকে কয়েকটি ক্লাসে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলা ভাষায় এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে শক্তির সাধনা একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। দূর্গাপুজার জনপ্রিয়তা এবং শ্যামা মায়ের পূজা আপামর বাঙালির আত্মার সঙ্গে মিশে আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্য নয় শাক্ত পদাবলীতে আছে মা-মাটি-মানুষের ছোঁয়া।রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত – এঁদের মনে হয় ঘরের ছেলে। মেনকা এবং উমার মধ্যে যে সম্পর্ক, তা যেন ঘরোয়া কেননা বিবাহের পর কণ্যার শ্বশুড়বাড়ি গমন এবং বাপের বাড়িতে সাময়িক আগমন রোমান্টিক প্রেম নয়, - অথচ বিরহ-মিলনের আকুতি ঘিরে এক শাশ্বত মানব হৃদয় বন্ধনীকৃত আলিঙ্গনের পসরা শাক্ত পদাবলীর পদে পদে ছড়িয়ে আছে। সুধীন দত্তের ‘শাশ্বতী’ পড়তে গিয়ে আজও মনে হয় : “মাঠে ঘাটে বাটে আরব্ধ আগমনী।” এভাবেই শাক্ত পদাবলী একাধারে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, এবং বাৎসল্যের মিশ্রণে এক গার্হস্থ্য পারিবারিক কাব্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

cc-4 SE M-2	**রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল**	***রামায়ণ-লঙ্কাকান্ড-কৃত্তিবাস ওঝা (সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)*** **কৃত্তিবাস :** ● আত্মপরিচয় ● সংস্কৃত রামায়নের নিরিখে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও আমাদের পাঠ্য লঙ্কাকান্ড ● মূল পাঠ্য লঙ্কাকান্ডের নিবিড় পাঠ ● বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির নিরিখে আলোচনা ● অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় রামায়ণের লঙ্কাকান্ড ও মৌলিকতা ● কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাঙালিয়ানা ● সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ ● অন্ত্যজ শ্রেণী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ ● চরিত্র চিত্রণ আলোচনা- ● রাবণ, ● রামচন্দ্র, ● বিভীষণ, ● কুম্ভকর্ণ, ● সীতা, ● সরমা, ● মন্দোদরী ইত্যাদি ● বর্তমান সময় ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ।	সাহিত্যের ইতিহাসে যে রামায়ণ জানানো হয়, বিশেষ করে কৃত্তিবাস রচিত লঙ্কাকান্ড অংশটি পড়াতে অন্য উদ্যোগ লাগে। যেহেতু ক্লাসের সংখ্যা সীমিত তাই, সরাসরি ঢুকে পড়তে হয় লঙ্কাপুরীতে। জানাতে হয় সাতকান্ড রামায়ণের লঙ্কাকান্ডের গুরুত্ব। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ যে লঙ্কা চিত্রিত করেছেন, - কৃত্তিবাসের হাতে তা হয়ে উঠেছে বাঙালির সম্পদ। প্রতিটি চরিত্রে লেগেছে পলিমৃত্তিকার দেশে বাংলাদেশের নমনীয় কমনীয় কান্তি ফলে, দার্ঢ্য শক্তির অবণমন ঘটেছে। সৈনিকের সজ্জা, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য মহাকাব্যিক গৌরব হারিয়ে পাঁচালীর রূপ ধারণ করেছে। অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় অন্তর্গত হয়েও কৃত্তিবাস স্বতন্ত্র্য কাব্যচর্চায় যে দিগন্ত তুলে ধরেছেন,- তার অসীম গুরুত্ব বিভিন্ন চরিত্র এবং চরিত্রকৃত সংলাপ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়। ফলে, আপামর পাঠকের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ওরা বুঝতে পারে। ‘লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পন্ডিত’ - এর নিরিখে দেখানো হয় এই গ্রন্থটির উপযোগিতা। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির আঞ্চলিক সংস্কৃতির মেলবন্ধন।

		অন্নদামঙ্গল-ভারতচন্দ্র রায় (অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা পর্যন্ত) ● সমগ্র মঙ্গলকাব্যের নিরিখে অন্নদামঙ্গল ● যুগসন্ধিক্ষণ ও ভারতচন্দ্র ● মূল পাঠ্যের নিবিড় পাঠ ● অন্নদামঙ্গলের নূতনত্ব ● ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার ● সমাজ সচেতনতা ও অন্নদামঙ্গল ● দেব চরিত্রের মানবায়ণ ● বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলির পর্যালোচনা	মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ঘরানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যা, কথক এবং শ্রোতার পুণ্য লাভের প্রসঙ্গকে গৌণ করে এক বিশেষ রাজা ও তাঁর বিশেষ রাজসভার পোষক সাহিত্য হয়ে উঠেছে। ওদের জানানো হয় যে, ভারতচন্দ্র দেবতাকে রেখেও মানুষকে মুখ্য করেছেন। কাহিনীতে ইতিহাস অপেক্ষা সমসময়ের সামাজিক চালচিত্র বড়ো হয়ে উঠেছে। কেননা, মানুষের কাছে তখন অকৃত্রিম ভক্তি ও বিশ্বাস অপেক্ষা অবক্ষয়, সংশয়, ছলনা – এগুলো বড়ো ঘটনা। দেহযন্ত্রের ষড়যন্ত্র এবং বাংলার ইতিহাস দুর্যোগের ঘনঘটা, নবাবী আমলের শিল্পোদর পরায়ণ সংস্কৃতির ছবি এই কাব্যে বড়ো। কবিকে জানতে কিছুটা জীবনীও লাগে। ফলে, ভারতচন্দ্রের জীবনে এমন কিছু ঘটনার চিহ্ন আছে যার ফলস্বরূপ তাঁর বাস্তববাদ যেন, আধুনিকতার দরজায় মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনকার সাহিত্যে, কাব্যে, গল্পে, ভারতচন্দ্র প্রাসঙ্গিক হয়ে বেঁচে আছেন। ভাষা,ছন্দ,অলঙ্কার,নিজস্ব প্রবচন সৃষ্টি – সবক্ষত্রেই ভারতচন্দ্র নিজেই এক ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্যের রচয়িতা। অদ্ভূতভাবে মনে হয় যে, মুকুন্দ,মালাধর বসু,কৃত্তিবাস,কাশীরাম এঁদের ঐতিহ্যানুসারী হয়েই তিনি ভেবেছিলেন :- “পড়িয়াছি সেই মতো লিখিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝাবারে ভারি।।” এভাবেই ভারতচন্দ্র সত্যি যেন : ‘ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।’

cc-5 /SEM-3	**বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮০১ থেকে১৯৫০খ্রী: পর্যন্ত)**	***বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনাসূত্রে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির অবদান।*** ● উনিশ শতক ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ● উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের মূল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা ● শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা গদ্য ● ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য ● বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায় ● বাংলা গদ্য ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● বাংলা গদ্যের বিকাশে ভবানীচরণ,প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন	পদ্যই ছিল বাহন, এই ধারণা থেকে মুক্তি এনে দিল যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও তার লেখকবৃন্দ, - তার ইতিহাস ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কেরি-রামরাম-মৃত্যুঞ্জয় এদের গদ্য শৈলীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। সহায়ক গ্রন্থের ঠিকানা জানাই এবং মুদ্রণ যন্ত্র ছাড়া যে গদ্য সাহিত্য হত না এটা বোঝায়। অগ্রসরণের পথ ধরে জানানো হয় রামমোহনের যুক্তিবাদ। বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের প্রকাশ লাভ এসব আপতিক ঘটনা ছাড়া গদ্য সাহিত্য আসতো না। উনিশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন কিভাবে বাল্য কৈশর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করলো – এর ইতিহাস ওদের আকর্ষণ করে। বিদ্যাসাগরের :- "আর্যে! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি" – জাতীয় গদ্য প্রবাহ ওদের কান টানে। পড়ানো শেষ হয়, অনুরণন চলতেই থাকে।

		কবিতা (বিভিন্ন কবিদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা) ● উনিশ শতকের বাংলা কাব্য কবিতার বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ ● নবজাগরণের আলোকে বাংলা কাব্য কবিতা ● যুগসন্ধিক্ষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা ● বাংলা আখ্যান কাব্যের ধারায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান ● বাংলা মহাকাব্যের ধারায় মধুসূদন,হেমচন্দ্র,নবীনচন্দ্র ● বাংলা গীতিকবিতার ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্তী ● রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা কাব্য কবিতার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কবিতা ● রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ে কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা	বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দুটি অংশ। একট শক্তি সঞ্চয় পর্ব (১৮০১-১৮৫০) এবং অপরটি শক্তি প্রকাশের কাল (১৮৫১-১৯০০)। কিন্তু কবিতার প্রকরণে বৈচিত্র্যের আবাহন শুরু থেকেই ছিলো। ঈশ্বর গুপ্তের হাত ধরেই কিন্তু হেঁসেলের উপকরণ ও কবিতায় ঢুকে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্বে যেন রামধনু ছটা। একা মধুসূদন একাই একশো। গীতিকাব্য,মহাকাব্য,আখ্যানকাব্য – সব প্রকরণই তাঁর। পাশাপাশি ভোরের পাখি হলেন বিহারীলাল। নবীনচন্দ্র,হেমচন্দ্র,মহাকাব্যের ধারাটিকে আখ্যান কাব্যের সঙ্গে যুক্ত করে অন্যতর কিছু নির্মাণ করলেন। গতানুগতিকতার পাশাপাশি মৌলিকতা প্রকাশ পেতে থাকল। তারপর সূর্যোদয় হল। রবির কর প্রবেশ করল বাঙালির ঘরে ঘরে। শুধু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নয়, বাঙালিরও ঠিকানা হল গীতিকবিতা। এটাই এর প্রাসঙ্গিকতা একালে।

		কথাসাহিত্য ● বাংলা কথাসাহিত্য উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা। ● বঙ্কিমপূর্ববর্তী বাংলা কথা সাহিত্যের ধারা পর্যালোচনা। ● বাংলা উপন্যাসের ধারায় – বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিক ● বাংলা ছোটগল্পের ধারায়- রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিক	চরিত্রগুলো দূর্গেই ছিল কিন্তু দূর্গেশনন্দিনী এসে খুলে দিল সেই দুর্গদ্বার। “এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর” – প্রবাদ বাক্যের মতোই এই উক্তি গোটা বাংলাদেশকে ঘিরে রেখেছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হল। ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক রোমান্স, রোমান্স – এসব স্তর পেরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করলেন সামাজিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ ও বাঙালি এরা ছিল একাত্ম। ঘরে ঘরে অপেক্ষা ছিল এই উপন্যাসের প্রকাশের। গভীরতা পেল সীতারাম ও আনন্দমঠ। ধর্মশাস্ত্রের কূটকাচাল ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যান উপন্যাসের মর্যাদা পেল রবীন্দ্রনাথের কলমে। শুধু কি তাই, বিষবৃক্ষ-চোখের বালি-গৃহদাহ-এখানে শুধু কালের ফারাক। মূলস্রোত একটাই। বিধবারা হয়ে উঠল উপন্যাসের মূলধন। স্ত্রী নয়, পরস্ত্রী মূল আকর্ষণ। এটাই বোধহয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন। ফ্লবের,টলস্টয় – এঁরাও উনিশ শতকের কথা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন। বাংলা কথা সাহিত্যের যাত্রাপথ এভাবেই বিস্তৃত হতে হতে ১৯৬৫খ্রী: বিবরকে পেল। এগুলো জানাতে হয় এবং ওরা আনন্দ পায়। এটাই পাঠদানের যৌক্তিকতা।

		নাটক ● বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা। ● মধুসূদন পূর্ববর্তী বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য। ● বাংলা নাটকের ধারায় – মধুসূদন দত্ত দীনবন্ধু মিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রবীন্দ্রনাথ ● ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পর্যালোচনা।	বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্বে হেরাসিম লেবেডফের প্রভাব জানাতেই হয়। তিনি না হলে রঙ্গমঞ্চ হতো না এবং নাটকেও হতো না। নাটক এমন একটি বিষয় যা পাঠ্য নয় শুধু, অভিনয়োপ্রেত। ফলে, আমাদের অপেক্ষা করতে হল উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে। তারাচরণ শিকদার এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের জন্য। 'ভদ্রার্জুন' এবং 'কীর্তিবিলাস' দুটি মাইলস্টোন। এলেন নাটুকে রামনারায়ণ, একে একে এলেন দীনবন্ধু,মধুসূদন,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখেরা। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয় নি। বাংলা নাটকের চর্চা বিভিন্ন রঙ্গমালাকে ঘিরে সাগরসঙ্গমে যাত্রা করলো। পুরাণ কাহিনী, সেক্সপিয়ার, মলিয়ের – এদের পথ ধরে বাংলা নাটক কায়ায় এবং আত্মায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এই চর্চা অব্যাহত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করল।

		প্রবন্ধ **বাংলা প্রবন্ধের ধারায়-** ● অক্ষয়কুমার দত্ত ● দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● ভূদেব মুখোপাধ্যায় ● বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● প্রমথ চৌধুরী	প্রবন্ধ একটি মিশ্র শিল্প। এটি ব্যক্তিগত এবং বিষয়গত দুইই হতে পারে। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে বস্তু বা বিষয় বড়। ভূদেব বাবুর প্রবন্ধে পারিবারিক বিষয়, সমাজতত্ত্বের এবং দর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকেও ভূদেব পড়তে হয়। জানতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে। কমলাকান্তের দপ্তর বিশ্বমানের সৃষ্টি। 'কালান্তর' এক আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ সাহিত্য। ফলে, নিবিড় বন্ধনে যেখানে আবেগকে গৌণ করে বিষয় বা বস্তুকে প্রধান করে তোলে, - সেখানেও বাঙালি গৌরবজনক স্থান পেল। শুধু ভাবের প্লাবন নয়, - সমাজতত্ত্ব,রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতি-এসবের চর্চা প্রবন্ধের সাম্রাজ্যকে মজবুত করল। এক দৃঢ় কংক্রিট ভিত্তির উপর গড়ে উঠল বাংলা প্রবন্ধের ইমারত। তার কক্ষে কক্ষে জ্ঞানের আলো, ভাবের সৌন্দর্য,কড়িকোমলের সুরে সুরে ঋদ্ধ হল।

CC-6/SEM-3	**ভাষাতত্ত্ব**	● **ভাষা, বাংলাভাষা,উপভাষা : সংজ্ঞা,বৈশিষ্ট্য,সম্পর্ক** ● **বাংলা ভাষার উদ্ভব ইতিহাস ও উৎস বিচার** ● **বাংলা ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ পর্যালোচনা** ● **প্রাচীন বাংলার কালনির্ণয়,নিদর্শণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ● **মধ্য বাংলার কালনির্ণয়,নিদর্শণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ● **আধুনিক বাংলার কালনির্ণয়,নিদর্শণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ● **আধুনিক বাংলার কালনির্ণয়,নিদর্শণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** ● **স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান পর্যালোচনা** ● **ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ পর্যালোচনা** ● **ধ্বনির বর্গীকরণ ও প্রত্যেক বর্গের দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **শব্দার্থতত্ত্ব – শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা** ● **শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা** ● **সাধু ও চলিত ভাষার উদ্ভব,ক্রমবিকাশ,সংজ্ঞা,বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক**	ভাষাতত্ত্বের পাঠ দিতে গিয়ে প্রথমেই ভারতীয় ভাষার তিন স্তর ও নব্য ভারতীয় ভাষা অন্তর্গত বাংলা ভাষায় মুখ্য তিন স্তর ওদের বুঝিয়ে নেওয়া হয়। ভাষার ইতিহাস সাহিত্যের ইতিহাস নয় এখানে কঙ্কাল চেনানোর মতো করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ওদের পাঠদান করা হয়। চর্যাগীতির কাব্য নয় ভাষা বিচার করতে গিয়ে সুনীতিবাবু, সুকুমার সেন, মহ: শহীদুল্লাহ, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ গবেষকের গ্রন্থ ওদের সরবরাহ করা হয়। মধ্য বাংলা এবং আধুনিক বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা। ভাষার বিবর্তন আবেগ নয় বিজ্ঞানের পথ ধরে চলে। এভাবেই ধ্বনি বিজ্ঞানকে শেখানো হয়। ধ্বনি বিজ্ঞান না জানলে রূপ প্রক্রিয়া বোঝা যায় না। সেখানে পদ গঠন,বাক্য গঠন,শব্দার্থ পরিবর্তন যত্ন নিয়ে বোঝানো হয়। ঘন ঘন ক্লাস টেস্ট নেওয়া হয়। রীতিমতো মূল্যায়ণের পথ ধরে পাঠদান ক্রিয়া এগিয়ে চলে। ফলে ওদের মন ভাষা বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে যায়।

cc-7 /SE M-3		**উনিশ শতকের কাব্য : বীরাঙ্গনা** ● **উনিশ শতকের বাংলাকাব্যের ধারায় বীরাঙ্গনা।** ● **নারীবাদের আলোক বীরাঙ্গনা।** ● **পত্রকাব্য ও বীরাঙ্গনা।** ● **পাঠ্য নির্বাচিত প্রতিটি পত্রের নিবিড় পাঠ।** ● **উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বীরাঙ্গনা।** **বীরাঙ্গনা নারী হিসাবে-** ● **শকুন্তলা** ● **তারা** ● **কেকয়ী** ● **শূর্পনখা** ● **পুরুরবা** ● **জনা** ● **বীরাঙ্গনা : পাশ্চাত্য চেতনার আলোকে** ● **বীরাঙ্গনা কাব্যের নামকরণ** ● **বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাব,ভাষা,ছন্দ,অলঙ্কার।**	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে হয় যে, বীরাঙ্গনা শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ নয় একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি যার পিছনে উনিশ শতকের সুদীর্ঘ সামাজিক আন্দোলনের, যে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নারী সমাজ – তার ভূমিকা বর্তমান। মধুসূদন দত্ত এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের সেকথা মনে পড়ে : "সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" আসলে নারী শক্তি অবহেলিত হলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের যে অবস্থান লাভ হয়, - নবজাগরণের দিনে তাকে মেনে নেওয়া মুশকিল ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে মানসিকতা দেখিয়ে ছিলেন মধুসূদনের বীরাঙ্গনা তারই উত্তরফল বহন করে, সেখানে কেকয়ী, তারা, সূর্পনখা, শকুন্তলা, জনা, এঁরা প্রায় সবাই নিজ নিজ দিক থেকে বিদ্রোহিনী। কেও পুত্রস্নেহে, কেও স্বামীর বহুবল্লভতায়, কেউ পুরুষের ঔদ্যাসিন্যে। কিন্তু সে যাইহোক বীরাঙ্গনা ছাত্রছাত্রীদের সেখানেই আকর্ষণীয়, - যেখানে কন্যাশ্রীর দেশে নারী শিক্ষার মূল কথাই হল স্বাধীনতা অর্জন। আসলে গ্রন্থের চিঠি গুলি ওভিদের অনুসরণ না কি রেঁনেসার ফল সে নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে। কিন্তু ওদের এটা বোঝানো হয় পশ্চিমের জানলা না খোলা হলে মূল্যবোধতাড়িত দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ প্রকাশ হতো না। পড়াতে পড়াতে আমরা বলি : where ignorance is bliss, it is wise to be fool." সেদিক থেকে মধুসূদন সেসময় জন্মেছিলেন, - সেটা ছিল সঠিক সময়। কেননা ওরা বোঝে যে বিদ্যাসাগর না থাকলে বীরাঙ্গনাও হতো না, সবই সময় সাপেক্ষ। একালের পক্ষেও বীরাঙ্গনা নির্ভেজাল ভাবে প্রাসঙ্গিক। নারী আন্দোলন যতই তুঙ্গতা লাভ করুক, এখনও প্রদীপের নীচে অন্ধকার আছে। তাই পত্রগুলি কতখানি

		সারদামঙ্গল:- ● **মূল পাঠ্যের নিবিড় পাঠ** ● **গীতিকবিতায় ধারায় সারদামঙ্গল** ● **মঙ্গলকাব্যের ধারায় সারদামঙ্গল** ● **মিস্টিক চেতনা ও সারদামঙ্গল** ● **সারদামঙ্গলের ভাব,ভাষা,ছন্দ,অলঙ্কার** ● **ত্রিবিধ বিরহ-ত্রিবিধ সরস্বতী** ● **বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা** ● **রোম্যান্টিসিজম ও সারদামঙ্গল** ● **প্রকৃতিচেতনা** ও সারদামঙ্গল	নামে মঙ্গল হলেও সারদামঙ্গলে মঙ্গলকাব্যের কোন লক্ষণ মেলে না। উনিশ শতকের এই গীতিকাব্যে 'ভোরের পাখি'র কন্ঠস্বরে কল্পনা শক্তির যে মুক্তিলাভ ঘটলো, তার প্রভাব উনিশ শতকের গীতিকবিতায় সক্রিয় থেকেছে।যদিও ওদের বলা হয় যে, মধুসূদনই প্রকৃত অর্থে গীতিকবিতার সঠিক প্রবর্তক। গৃহিনীপণা ছাড়া সংসার যেমন অচল, কাব্য সংসারেও একই কথা। এলোমেলো হওয়া কোনো গৌরবের নয়।তবু 'সারদামঙ্গল' স্মরণীয়। যদিও ওদের কাছে কম আকর্ষনীয়। কেননা অনেক স্মরণেই শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, আদর নয়। তাই বিহারীলাল সাহিত্যের ইতিহাসে বোঝ হয় শূণ্যই। বিতর্কই শিক্ষা। নির্বিচার অনুমোদন তোষকতার পোষক। তবু সারদার সঙ্গে কবির সম্পর্ক পরবর্তী ইতিহাসের পক্ষে ভীষণ জরুরি। কেননা, রোমান্টিকতাই যে আরো গভীর হয়ে মিস্টিকতা, হয়ে ওঠে, - এর বড় প্রমাণ হলেন রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বিহারীলালের অনুসারী বলা হয়।

		● **ব্যাকরণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা।** **পদ পরিচয় –** ● **সংজ্ঞা** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **শ্রেণিবিভাগ** ● **প্রত্যেক শ্রণির দৃষ্টান্ত সহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **পদ পরিবর্তনের নিয়মাবলী দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা** **সন্ধি –** ● **সংজ্ঞা** ● **শ্রেণিবিভাজন** ● **প্রত্যেক শ্রেণির সংজ্ঞা,** ● **সূত্রাবলীর দৃষ্টান্তসহ আলোচনা** **সমাস –** ● **সংজ্ঞা** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **প্রাথমিক আলোচনা** ● **শ্রেণিবিভাজন** ● **প্রত্যেক শ্রেণির দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** **কারক – বিভক্তি –** ● **সংজ্ঞা** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **শ্রেণিবিভাজন** ● **প্রত্যেক শ্রৈণির দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** **বাচ্য ও বাক্য পরিবর্তন –** ● **সংজ্ঞা**	কোন ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হলো সুষ্ঠু এবং সুস্পষ্টরূপে তার ব্যাকরণগত জ্ঞান অর্জন। বাংলা ব্যাকরণ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী হয়ে। পাণিণি না জানতে বাংলা ব্যাকরণে প্রবেশলাভ অসম্ভব। দেহ না জানলে যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, - তেমনি ভাষায় অবয়ব হল পদ, বিভক্তি, উপসর্গ-অনুসর্গ, কারক, বচন, বাচ্য ইত্যাদি। এগুলিকে সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বুঝে না নিলে পরবর্তীতে বাংলা ভাষার স্তর বিভাজন ও প্রতিটি স্তরের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করা যাবে না। কেননা কালে কালে এগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ইতিহাস এগিয়ে চলে। ব্যকরণ চর্চায় মজা হলো কেন্দ্রে অটল থেকে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলা। কেননা যেকোন ভাষা একটি প্রবহমান গতিশীল বিষয়।উচ্চারণের পরিবর্তন এবং অর্থের পরিবর্তনের ইতিহাস এই ব্যাকরণকে মেনেই চলে। বাংলা ব্যকরণ চর্চা এই ইতিহাসকে মান্যতা দেয় এবং দিয়ে যাবে। সর্বোপরি এটাই ভাষাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছে। সূত্র এবং সংজ্ঞা ছাড়া সেই বিজ্ঞান আরও হয় না।

cc-8 /SE M-4	**কবিতা**	**রবীন্দ্র কবিতা** ● রবীন্দ্র কবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা। ***নির্বাচিত কবিতাগুলির পাঠ ও পর্যালোচনা :*** ● **নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ** ● **মেঘদূত** ● **দুইপাখি** ● **বিদায় অভিশাপ** ● **ব্রাহ্মণ** ● **হারিয়ে যাওয়া** ● **ছেলেটা** ● **পৃথিবী**	শুধু উনিশ শতক নয় কিংবা বিশ শতক,- রবীন্দ্রনাথের কবি সার্বভৌমত্ব বিশ্বজনীন তা, সময়ের সীমাকে ছাড়িয়ে সর্ব অর্থে অসীমকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সে স্পর্শ দোষ আজও ঘুচলো না। ওদের পাঠ্য কবিতাগুলি ভৌগোলিক চৌহদ্দি রবীন্দ্রনাথের উন্মেষ পর্ব থেকে বিকাশ পর্ব পার হয়ে প্রায় অন্তিম পর্ব ছুঁয়ে দিয়েছে। ফলে প্রথমেই ওদের বুঝিয়ে দিতে হয় কাব্যচেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ এবং পরিণতিকে। সে পাঠ একদিকে নিবিড় অন্যদিকে নির্দিষ্ট কবিতানিষ্ঠ ফলে, একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনের ঐতিহাসিক পাঠ ওরা পায়, তেমনই কাব্য সৌন্দর্যের বিকাশ যে পরিণতি সাপেক্ষ সেটা বোঝে। আমরা ওদের বোঝায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'দুই পাখি' – এরা শুধু কবিতা নয় রবীন্দ্রপর্ব জীবনের দুটি স্তম্ভ। রবীন্দ্রনাথকে বোঝায় পঙ্কে প্রচুর সমালোচনা গ্রন্থ তবু সুবোধ সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, - এনাদের উল্লেখ করা হয়। নিয়মিত গ্রন্থাগার গমন ছাড়া যে রবীন্দ্রচর্চা অসম্ভব, - তা ওরা বোঝে। সমুদ্রে বেড়াতে গেলে জাহাজ লাগে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এসব গ্রন্থ লাগে।

		আধুনিক কবিতা ● আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য। **পাঠ্য নির্বাচিত কবিতার পাঠ ও পর্যালোচনা :** ● **বনলতা সেন** ● **মানুষ** ● **শাশ্বতী** ● **সংগতি** ● **হারিয়ে** ● **একখানা হাত** ● **তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ** ● **ভারতবর্ষ** ● **একটি কবিতার জন্য** ● **কলকাতার যীশু** ● **প্রিয়তমাসু** ● **জন্মভূমিকেই** ● **বাবরের প্রার্থনা** ● **যেতে পারি কিন্তু কেন যাব** ● **উত্তরাধিকার**	প্রথমেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় আধুনিকতা হলো একটি লক্ষণ যা অবয়বে এবং আত্মায় স্ফুটতা লাভ করেছে। কবিতায় আধুনিকতা কোনো আঞ্চলিক ঘটনা নয়, ভাষা নিরপেক্ষভাবে এটি আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ দর্শণে, বিজ্ঞানে অর্থনীতিতে, চিত্রে, সংগীতে, সমাজ বিদ্যায় – সর্বত্র যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো, তার আলো নিয়েই জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের জন্ম। প্রকরণের ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু প্রসঙ্গে সবাই প্রায় অভিন্ন। সংশয়, সন্দেহ, অপ্রেম, অসুখ, অনন্বয়, অনিকেত স্বভাব – সকলকেই তাড়া করেছে। অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু সরতে সরতে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত তৈরি করেছে। ভাষা, ছন্দ, চিত্রকলা, সংকেত, প্রকৃতি চিত্র-সবক্ষেত্রে ভীষণ বদল ঘটেছে। এসেছে সারল্যের জায়গায় দুর্বোধ্যতা ও দূরূহতা। এই জটিলতা বুঝতে গেলে ইউরোপীয় কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। তাই এলিয়ট, মাউন্ট, ইয়েটস এঁদের প্রসঙ্গ আসতেই হয়। ফলে, আধুনিক কবিতার কাললক্ষণ এবং কবিভিত্তিক ব্যক্তিগত লক্ষণ যেমন থাকে – তেমনই থাকে বিশিষ্ট কবিতাভিত্তিক নিবিড় আলোচনা।

CC-9/SEM-4	**উপন্যাস**	**চন্দ্রশেখর** ● **বঙ্কিম সাহিত্যের ধারায় চন্দ্রশেখর উপন্যাস পর্যালোচনা** ● **চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নিবিড় পাঠ** ● **বিভিন্ন মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলির আলোচনা** ● **ভাষাশৈলী** ● **নামকরণ**	প্রথমেই ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যগত ভাবে কতখানি দৃষ্টান্তমূলক তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক তিনি সেজন্য 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'চন্দ্রশেখর' পর্যন্ত এই যাত্রাপথটিকে চিনিয়ে দেওয়া হয়। ওদের বোঝানো হয় যে চন্দ্রশেখর বুঝতে গেলে ইতিহাস ও রোমান্স মিলেমিশে যে রূপলাভ করেছে, - সেটা কিন্তু লেখকের সমসময় থেকে অনেকটা অতীতে। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস এপ্রসঙ্গে চলে আসবেই। তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে তত্ব প্রাধান্য মুখ্যকথা – তার সুস্পষ্ট প্রকাশ 'চন্দ্রশেখর'। তাছাড়া এই উপন্যাসের কিছু কিছু বাক্য প্রবাদ প্রবচনের মতো বাঙালীর আত্মায় মিশে গেছে। যেমন.- 'বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে' কিংবা 'যাও প্রতাপ সে অনন্তধামে....' একটা ভালো উপন্যাসকে চেনানোর এগুলো সংকেতও বটে। তাছাড়া 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস লেখকের সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস এবং তত্বমূলক উপন্যাস মাঝখানে দাঁড়িয়ে। চিরাচরিত বঙ্কিম তত্ব এখানে আছে। তাহলে প্রকৃতি প্রেম এবং রূপজ মোহের ফারাক। অনুশীলন তত্বে বিশ্বাসী লেখক সেই দর্শন এখানে তুলে ধরেছেন।

		গণদেবতা ● **তারাশঙ্করের উপন্যাসের ইতিহাসে গণদেবতা** ● **গণদেবতা উপন্যাসের নিবিড় পাঠ** ● **আঞ্চলিকতা ও গণদেবতা** ● **রাজনৈতিক চেতনা ও গণদেবতা** ● **রাঢ় বঙ্গীয় চিন্তা চেতনায় গণদেবতা** ● **ভাষাশৈলী** ● **নামকরণ ও গণদেবতা** ● **চন্ডীমন্ডপ ও গণদেবতা** ● **বিভিন্ন মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলির আলোচনা**	তারাশঙ্কর রাঢ়ের মহাকাব্য রচয়িতা বলে মনে করা হয়। অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর লেখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা – বিশেষত জাতীয় কংগ্রেস কে নিয়ে গণদেবতা উপন্যাসের নির্মাণ। এটি বাংলা উপন্যাসের জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রথমেই ওদের মূল গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে পড়ানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে চরিত্র সৃষ্টিতে তারাশঙ্করের দক্ষতা,প্লট গঠনে তাঁর অসামান্যতা, ঘটনা সংগঠনে তাঁর নাটকীয়তার বোধ এবং সর্বোপরি আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈল্পিক সিদ্ধিলাভ। তাই ভাষা বিচার বিষয়ে গুরুত্ব দান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ যে মাটির কাছাকাছি সাহিত্যিক কে চেয়েছিলেন,- সে বিচারে তারাশঙ্কর সফল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। দেবু শুধু উপন্যাসের নায়ক নয় – তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের এক জাতীয়তাবাদী মুখও বটে। প্রকৃতি বিচারে ওদের বোঝানো হয় যে অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে গণদেবতা কতখানি আলাদা।

CC-10/SEM-4	**নাটক**	**নীলদর্পণ** ● **দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের ধারায় নীলদর্পণ** ● **নামকরণ** ● **ভাষাশৈলী** ● **উদ্দেশ্য মূলকতা** ● **মৃত্যুচেতনা** ● **সমাজচিত্র** ● **প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র চিত্রণ**	পথ চলতে গেলে মাইলস্টোন লাগে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক মাইল ফলক হলো 'নীলদর্পণ'। দীনবন্ধুর এই রচনাকে ঘিরে আজও আলোচনার শেষ নাই। এখানেই বোঝা যায় নীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে পরাধীনতার দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের যে বাস্তবচিত্র এই নাটকে আছে,- নীলকর সাহেবদের চিত্রণের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। ড্রামা ইজ দি মিরর অফ লাইফ – একথাটা এনাটক সম্বন্ধে সর্বাংশে সত্য। ভদ্র এবং ভদ্রেতর-এই বিভাজন এই নাটকে মানতেই হয় এবং সেটা কী চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কী সংলাপ ব্যবহারের আঙিনায়। তোরাপের ভাষাই তোরাপের চরিত্র। "মারি কেন ফেলাই না মুই নেমকহারামি কত্তি পারব না" কিংবা "থু থু প্যাঁজের গোন্দো" – এসব উক্তি প্রবাদ হয়ে আছে। পরাধীনতার দিনে রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্য এবং ক্ষেত্রমণির কাঁচা খিস্তি – নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু অসামান্যতা।

		শারদোৎসব ● **রবীন্দ্র নাটকের ধারায় শারদোৎসব** ● **ঋতুনাটক হিসাবে শারদোৎসব** ● **নামকরণ** ● **ঋণশোধ ও শারদোৎসব** ● **ছুটির নাটক হিসাবে শারদোৎসব** ● **রূপক-সাঙ্কেতিকতার ধারায় শারদোৎসব** ● **গান** ● **গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পর্যালোচনা**	রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলাসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা। এর সঙ্গে শান্তিনিকেতন নিবিড় ভাবে যুক্ত। সেজন্য ভূমিকা হীসাবে ওদের বোঝানো হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা,চিন্তা,তাঁর নিজস্ব মডেল, ছাত্র শিক্ষকের প্রকৃত সম্পর্কের ধারণা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বালক বালিকার বেড়ে ওঠা এবং শারদোৎসবের প্রাসঙ্গিকতা। এটি একটি উৎসব ভিত্তিক নাটক, তেমনি এটি ছুটির নাটক। এই কুলক্ষণা কে চেনাতেই হয়। প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় 'ঋণশোধ' নাটকের কথা। তাই প্রতিটি চরিত্রকে আলাদা ভাবে যেমন চেনানো হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট আদর্শবোধকে চরিত্র ব্যাখ্যার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় – যা ছাড়া রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসাবে রবীন্দ্র ঘরানাকে বোঝানো অসম্ভব। ঠাকুরদাদকে চেনাতেই হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বোঝানোর জন্য। বয়েসের দিক থেকে ছোট ছোট ছেলেরা শুধু বালকের দল নয়, - এই নাটকের জীবন বোধের অঙ্গাঅঙ্গি। এপ্রসঙ্গে আসে বিভিন্ন গান যাদের বাদ দিয়ে এ নাটক অসম্পূর্ণ। বলতেই হয় সঙ্গীতকে নাট্যকার কেবলমাত্র নাট্যিক বিশ্রাম হিসাবে উপকরণ হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছে আত্মা। এ সংকেত কোনো বিদেশের অনুকরণ নয়, - এর যোগ বাংলার মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে। তাই শারদোৎসবের চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতা বিষয়টিকে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সাংকেতিক নাটকের ভাষা একটু আলাদা হয়। সেটা বোঝানোর জন্য ওদের বলা হয় বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের কথা। অলোক সেনের গ্রন্থ, শঙ্খ ঘোষের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব সম্পর্কে নিজস্ব মতামত – এগুলিকে যুগ্মাকারে জ্ঞাপন করা হয়। এটাই

SEC-2/SEM-4	**রচনা শক্তির নৈপুণ্য**	**ক. ব্যক্তিগত, ব্যবহারিক,প্রতিষ্ঠানিক পত্রলিখন :** ● **পত্র সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা** ● **শ্রেণিবিভাজন** ● **প্রত্যেক শ্রেণির পত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা** ● **হাতে-কলমে পত্র লিখনে শিক্ষণ।** **খ. সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা :** ● **সংবাদপত্র ও প্রতিবেদন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা** ● **প্রতিবেদনের সংজ্ঞা,** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাজন-তাদের বিস্তৃত আলোচনা** ● **হাতে-কলমে প্রতিবেদন রচনা শিক্ষণ** **গ. অনুচ্ছেদ রচনা :** ● **সংজ্ঞা** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **দৃষ্টান্তগত সহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **হাতে-কলমে অনুচ্ছেদ রচনা শিক্ষণ** **ঘ. ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ –** ● **সংজ্ঞা** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **দৃষ্টান্ত সহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **হাতে-কলমে ভাবার্থ ও ভাব সম্প্রসারণ রচনা শিক্ষণ**	ভাষার দক্ষতা আঁকতে গেলে পত্র রচনা এবং তার শ্রেণীবিভাগ, অনুচ্ছেদ রচনা ও তার প্রকারভেদ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন রচনা ও তার বৈশিষ্ট্য এসব জানতে হয়। কেননা যোগাযোগ মাধ্যমের এগুলিই হল সহযোগী সোপান এর পাশপাশি এর গদ্য স্বভাবকেও চিনে নিতে হয়। কেননা বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত পত্রের গোত্রগত ফারাক থাকে। সমসাময়িক ঘটনাভিত্তিক প্রতিবেদন রচনায় আলাদা গদ্য শৈলী লাগে এসব বিষয়ে অবহিত না হলে সামাজিক দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। কাজেই এদের চর্চা শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করা হয়েছে। যেমন ভাবা হয়েছে অনেকটা বিষয়কে সংক্ষিপ্ত আকারে জানার জন্য ভাবার্থ লিখন তাই এই বিষয়গুলি বাংলা বিদ্যাচর্চার অপরিহার্য দিক বলে পরিচিত।

cc-11 **SEM-5**	**গল্প**	***গল্পগুচ্ছ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*** ***ছোটগল্প*** : ● **সংজ্ঞা,** ● **বৈশিষ্ট্য** ● **ছোটগল্পের ইতিহাস** ● **বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ** ● **গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ** ● **নির্বাচিত গল্পগুলির নিবিড় পাঠ** ● **পাঠ্য নির্বাচিত প্রত্যেকটি গল্পের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ে বিবিধ আলোচনা একাল ও রবীন্দ্রগল্পের প্রাসঙ্গিকতা**	বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন প্রচলিত সব ধারাতেই তিনি পথ হেঁটেছেন – শুধু মহাকাব্য ছাড়া। সেই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটগল্প লেখায় হাত দিলেন, তখন সেখানেও তিনি সফল হলেন ভীষণ ভাবে। বিশ্ব সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম প্রবর্তক যদি হন এডগার এ্যলান পো, তবে শুধু বাংলা গল্পের নয় ভারতীয় সাহিত্যের ছোটগল্পের প্রথম প্রবর্তক এবং সার্থক ছোটগল্পকার তিনি। গল্পগুচ্ছ চারখন্ড, তিনসঙ্গী এবং অন্যান্য মিলিয়ে তাঁর ছোটগল্প একানব্বইটি। স্মরণীয় পর্ব হিতবাদী এই গল্পের শ্রেষ্ঠগল্প 'পোস্টমাস্টার'। এটিকে মানের নিরিখে প্রতিনিধিত্বকারীকে বলা হয়। বয়:সন্ধিকালের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রতনের অপেক্ষা, আশা, ভ্রান্ত-সব মিলিয়ে এক আশ্চর্যমূলক আলোক গল্পটিকে ঘিরে আছে। এরপর এলো 'সাধনা পর্ব'। একে একে আমরা পেলাম যেন মণিমাণিক্য। জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত ছোটগল্পের চর্চা চলেছে রবীন্দ্রনাথের । বিষয় বৈচিত্র, চরিত্র নির্মাণ এবং অবয়ব সংস্থানে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা কিংবা ভারতের নয়া বিশ্বমানের লেখক। কঙ্কাল, ত্যাগ, একরাত্রি, অতিথি, অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, স্ত্রীর পত্র, লাবরেটরি – এসব গল্পগুলি কি আঙ্গিকের দিক থেকে ভাববস্তুর নিরিখে অনন্য। প্রায় দেড়শো বছর পেরিয়ে গেছে। ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথকে এখনো অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব।জীবনের খন্ড ক্ষুদ্র ছোট ছোট দু:খ সুখ গুলিকে যেভাবে তিনি গল্প করে তুলেছেন তা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করায়। এখনো এই নারী আন্দোলনের দিনে বিভিন্ন সেমিনারে আলোচিত ও কথিত হয় 'স্ত্রীর পত্র'। ল্যাবরেটরির আধুনিকতাকে আরো বহুদিন মান্যতা দিয়ে যেতে হবে তাই ওদের বলা হয় ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক ও অনতিক্রমনীয়।

		একালের গল্প (ব: বি: প্রকাশিত) *বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস* ● **উনিশ ও বিশ শতকের** ● **বাংলা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য-বিবর্তন-রূপরেখা** ● **পাঠ্য নির্বাচিত গল্পের নিবিড় পাঠ** ● **নির্বাচিত প্রত্যেক গল্পের প্রেক্ষাপট, সময়, বিবিধ দৃষ্টিকোণ গল্পকারের জীবন-ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা** ● **একালের দৃষ্টিকোণ ও গবেষনায় আধুনিক গল্প ও প্রাসঙ্গিকতা (নির্বাচিত)**	কালের বিচারে একাল হল আধুনিক যেখানে উনিশ শতকের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বিশ শতকের নগ্ন বাস্তবতা বোধ প্রায় আবরণহীন যৌন সম্পর্ক, যুক্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব থেকে জাত মনোবিকার, ফ্রয়েড এবং মার্ক্স এই দুজন মনীষীর অবদানে চিন্তা চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এগুলিই একালের গল্পগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তিনসঙ্গীর গল্প যতই আধুনিক হোক ভিকুকে আঁকতে গেলে মাণিকের বাস্তবতা চেতনা দরকার হয়। তাই এদের বলা হয়। 'প্রাগৈতিহাসিক' এমন এক গল্প যেখানে ভিখু, বসির ও পাঁচী – যেন নির্ভেজাল ন্যাচারালিজম বা স্বভাব বাদের মূর্তরূপ। ঘৃণা নয়, নয় বিবমিষা শুধুই কাম। রক্তের অন্তর্গত প্রবহমান অন্ধকার যার ইতিহাস নেই। প্রভাবেই একালের গল্পে এক এক লেখক এক এক দিক থেকে বিশ শতকের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। 'জলসাঘর' গল্পে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন পতনশীল সামন্ততন্ত্র সদ্য ধনী হওয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে 'ফসিল' গল্পে সুবোধ ঘোষ শোষক শ্রেণীর রাক্ষুসে স্বভাব এবং শোষিত শ্রমিকের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। 'রস' ভিন্ন স্বাদের গল্প নরেন্দ্রনাথের এই গল্পটি হিন্দিতে 'সওদাগর' নাম নিয়ে চলচিত্রায়িত হয়েছে। 'টোপ' মানুষের রিরংসা জনিত স্বভাব যে কতটা অমানবিক হতে পারে তা হলে ধরেছে। 'আদাব' সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ নির্মাণের একটি। হিন্দু-এবং মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ একটা সময় দাঙ্গার রূপ নিয়েছিল – তখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম কোন ভেদ চিহ্ন ছিল না। 'ভেবেছিলাম' একেবারে ভিন্ন স্বাদের গল্প। এখানে দেহের দেহের ক্ষুধা, কামের উগ্রতা অথচ এর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে থাকা কী এক অব্যক্ত পারিবারিক মায়া যেন ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে ঘিরে ফেলে পাঠককে। প্রায় মফ:স্বল এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই এই জীবন সম্পর্কে পরিচয় না থাকায় আমরা ওদের আরো কিছু এরকমই আধুনিক গল্প পড়িয়ে এগিয়ে

cc-12 **SEM-5**	**প্রবন্ধ ও প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব**	*প্রবন্ধ সংকলন (ব. বি. প্রকাশিত)* ● **বাংলা প্রবন্ধের সংজ্ঞা,শ্রেণিকরণ,বৈশিষ্ট্য** ● **বাংলা প্রবন্ধের উদ্ভব-বিবর্তন-রূপরেখা** ● **উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য** ● **নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির নিবিড় পাঠ নির্বাচিত প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট, দেশ-কাল-সময়, বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধ পর্যালোচনা** ● **নির্বাচিত প্রত্যেক প্রবন্ধকারের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা** ● **একালের দৃষ্টিকোণে বাংলা প্রবন্ধ (নির্বাচিত)**	প্রবন্ধ গদ্য মাধ্যমে এক আশ্চর্য শৈলী। যেকোন গবেষণা কিংবা মননশীল চেতনা যা অন্য মাধ্যমে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে,- তাকে যুক্তি ও বুদ্ধির নির্মম বাঁধনে বেঁধে ফেলে প্রবন্ধ। কোথাও তা ব্যক্তিগত কোথাও বস্তুগত। আমরা ওদের দেখাই যে প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত এক-এক প্রবন্ধের এক-এক মেজাজ। কোথাও লোকশিক্ষা কোথাও ভাষা সংকট কিংবা বাংলার ব্রত – এরা যেমন আছে তেমনই আছে পারিবারিক নারী সমস্যা। আছে ক্লাইভ স্টীটে চাঁদ কিংবা নি:শব্দের তর্জনী। এভাবে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিষয়গত ব্যাপকতা ওদের মন স্পর্শ করে। আপাত রসকস হীন এই সাহিত্য শাখাটিতে যে সোনার ফসল ফলানো যায় তা প্রাবন্ধকেরা দেখিয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও আকাশের সাথে তার অংশীদার হয়ে ওঠে দিনে দিনে। বন্ধনও যে কত সুখের হতে পারে এসব প্রবন্ধ না পড়লে তা বোঝা যায় না।

		কাব্যজিজ্ঞাসা-অতুলচন্দ্র গুপ্ত (ধ্বনি, রস) ● **কাব্যতত্ত্ব** ● **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা** ● **ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য** ● **রীতিরাত্মা কাব্যস্য** ● **রসতত্ত্ব-রসবিচার** ● **বক্রোক্তিবাদ** ● **প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বের প্রবক্তাদের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**	কাব্যতত্ত্ব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য – এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পাঠ্য কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থটি প্রাচ্য কাব্য তত্ত্বের – যার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা – তার বাংলা রূপ। অনবদ্য গদ্য অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং সহজাত রসবোধের আলো ছড়িয়ে শুধু এখন নয় প্রায় এক যুগ ধরে বাংলা ভাষা ও সাহীত্যের পাঠক্রমের অন্তর্গত এবং প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ধ্বনি এবং রস – এই দুটি প্রসঙ্গকে যেভাবে অতুল গুপ্ত নিবেদন করেছেন তার আপাত সারল্যের গভীরে রয়েছে জটিল তত্ত্বকথা ও সগভীর মননশীলতা। দেহবাদী এবং আত্মবাদী-এই দুই দর্শন থেকে বহু সংস্কৃত আলঙ্কারিকের আলোচনা সম্বল করে তিনি এগিয়েছেন। ভরত, ভর্তৃহরি, দন্ডী, বামন পার হয়ে ভামহ, কুন্তক এঁদের গ্রহণ করে তিনি পা রেখেছেন অভিনব গুপ্তের যুগে ফলে অলঙ্কার তত্ত্ব,বাচ্য,রসতত্ত্ব- এসবের নির্মাণ ঘটেছে ধ্বনিতত্ত্বে।ধ্বনিই রস এবং রসই ধ্বনি-অতুল গুপ্তের এই সমীকরণ যেমন শাস্ত্রীয়, তেমনই রসব্যঞ্জক। সুধীর দাশগুপ্ত বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাঠিণ্য তাঁ গ্রন্থে নেই। তবুও অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের সাবধান করি আমরা এই গ্রন্থের আপাত সারল্য কিন্তু খুব প্রতারক। মনে হয় বুঝেছি-কিন্তু তখনও বোধগম্যতা থেকে যায় অনেক দূরে। ওদের বলি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ না জানলে অতুল গুপ্তের রসবাদ বোঝা যাবে না।

DSE-1 /SEM-5	**উনিশ শতকের বাংলা কাব্য ও প্রবন্ধ**	**১. উনিশ শতকের বাংলা আখ্যান কাব্য ও গীতিকবিতা।** ● **আখ্যানকাব্য** ● **বাংলা আখ্যানকাব্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য** ● **উনিশ শতকের আখ্যান কাব্যের উদ্ভব ও বির্বতনের ইতিহাস** ● **আখ্যানকাব্যের উদ্ভবের সামাজিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট** ● **আখ্যান কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য** ● **আখ্যানকাব্যের বিলুপ্তির কারণ** ● **উনিশ শতকের আখ্যান কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় বিভিন্ন কবি ও তাদের কাব্যের বিশিষ্টতা সম্পর্কে পর্যালোচনা**	আখ্যান কাব্য এক ভিন্ন শাখা। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য এবং শ্রাব্য কাঠ্য এই দুই ভাগ ছিল। এর বাইরে কিছু ছিল না আখ্যান কাব্য শ্রব্য কাব্যেরই শাখা যা গীতিকাব্যও নয়, খন্ড কাব্যও নয়। এ অর্থে ধরলে মহাভারত আখ্যান কাব্য। মধ্যযুগে এর একটা ভিন্নতর চর্চা ছিল। উনিশ শতকের এক ভিন্নতর সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে অন্যরকমের আখ্যানকাব্য গঠিত হতে শুরু করলো, আসলে কোন কাব্য যখন আখ্যাণ বা কাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তাকে আখ্যান কাব্য বলে। অনেকে বলেন আখ্যান কাব্যের অর্থ হল আয়তন কাহিনী বা গল্প। এর শুরু মধ্য এবং শেষ থাকে। আখ্যান কাব্য কিছু আঙ্গিকের দিক থেকে মহাকাব্য, গীতিকাব্য এবং গাঁথা কাব্যের থেকে আলাদা। ইংরেজি সাহিত্য ক্যান্টার বেরী টেলস আখ্যান কাব্য বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। অন্যতম হল ‘পদ্মিনী উপাখ্যান।’ তাঁকে বলা হয় বাংলা আখ্যান কাব্যের প্রবর্তক। এরপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন ‘বীরবাহু’ এবং ‘ছায়াময়ী’। এসময়কার একটি বিখ্যাত আখ্যানকাব্য হল নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’। এখানে রবার্ট ক্লাইভ ও সিরাজদৌল্লার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবি একটি ইতিহাসমিশ্রিত স্বাদেশিক আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। এভাবে ওদের পরিচিত করানো হয় উনিশ শতকের এই বিশিষ্ট পর্বটির সঙ্গে কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্যের মন্দীভূত হয়ে যায় এবং প্রবল আকার নেয় গীতিকাব্য।

		গীতিকবিতা ● **গীতিকবিতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব** ● **উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার উদ্ভব** ● **গীতিকবিতার সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট** ● **গীতিকবিতার বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য** ● **উনিশ শতকের গীতিকবিতার প্রতিনিধি স্থানীয় গীতিকবি ও তাদের গীতিকবিতার বিশিষ্টতা পর্যালোচনা**	প্রথমেই লেখানো হয় : "অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশিষ্ট সংজ্ঞাদানের পর ওদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পাশ্চাত্য লিরিকের কাছে – Lyre ছাড়া যে Lyric – এর জন্ম হতে পারতো না। অদ্ভূত এক দশক পেয়েছিলাম আমরা যখন মধুসূদন এবং বিহারীলাল পাশাপাশি এগোচ্ছেন,- বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের চর্চা ছেড়ে পা বাড়াচ্ছেন উপন্যাসের জগতে। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' জনপ্রিয়তা পাচ্ছে- যে স্রোতকে নদী থেকে সাগর পৌঁছে দেবেন রবীন্দ্রনাথ। বলা হয় প্রাকৃতিক কারণেই নাকি বাঙালীর পক্ষে গীতিকাব্য সহজ পাচ্য এবং সমাদরনীয়। আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মহাকাব্যের কাঠিন্য ঠিক মেলে না। যেমন মেলে না নাটকের নৈর্ব্যক্তিকতা। গীতিকাব্য বা lyric একটু বাড়াবাড়ি রকমের বাংলা কাব্যে প্রশ্রয় ধন্য। আমরা প্রথমে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-এর কথা বলি; বলি 'বঙ্গভূমির প্রতি' এরপরেই আসে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ – সেই সাগরের ঢেউয়ে সবাই ভাসে।

		২. উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ- ● **বাংলা প্রবাদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাজণ** ● **উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তন পর্যালোচনা** ● **উনিশ শতকের প্রতিনিধি স্থানীয় মুখ্য ও গৌণ বিভিন্ন প্রাবন্ধিক ও তাদের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্টতা**	প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উনিশ শতকেরই সৃষ্টি। গদ্যের প্রচলন, গদ্যপুস্তক রচনা, সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবাদ ও সাহিত্যের কাছাকাছি আসা – এসব পার্শ্ব ঘটনা থেকেই দানা বেঁধে উঠেছে প্রবন্ধ লেখার কথা। বাংলা প্রবন্ধ প্রথম থেকেই বস্তুগত ও ব্যক্তিগত এভাবে দ্বিখন্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো প্রবন্ধকে শিল্প করেছেন। তবু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং অক্ষয়কুমার দত্ত অনেকটা কর্তৃত্বের দাবীদার। কমলাকান্তের দপ্তর যেমন বিশ্বমানের সৃষ্টি তেমনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের আঙিনা পার হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্য হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের পরশমণির স্পর্শ রসকস হীন প্রবন্ধকে করে তুলেছে কাব্যিক সৌন্দর্যে রসিকজনোপ্রেত রচনা।

DSE-2 /SEM-5	**উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও কথাসাহিত্য**	**১. উনিশ শতকের বাংলা নাটক-** ● **নাটকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট,শ্রেণীবিভাজন ও সেমবের বিস্তৃত আলোচনা** ● **উনিশ শতকের বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিবর্তন রূপরেখা পর্যালোচনা** ● **রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক** ● **প্রাক সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যকার ও তাঁদের নাট্য সাহিত্যের সাধারণ আলোচনা** ● **সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে প্রতিনিধিস্থানীয় নাট্যকার ও তাঁদের নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা**	উনিশ শতকের বাংলা নাটক আলোচনার আগে ওদের জানানো হয় প্রদীপ জ্বলবার আগে শলতে পাকাবার কথা। হেরাসিম লেবেডফ এবং তাঁর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা। কোনো রঙ্গমঞ্চ ছাড়া নাটকচর্চা হয় না। নাটক একটি মিশ্র শিক্ষা। বাংলা সাহিত্যে নাটকের দেখা মিললো তারাচরণ শিকদারের হাত ধরে। এরপর যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন ‘কীর্তিবিলাস’। চলমান এই চর্চা থেকেই এলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে এলেন মধুসূদন,দীনবন্ধু,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে উঠল বাংলা নাটকের জগত।

		২. উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প ● **বাংলা উপন্যাসের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি বিভাজন সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা।** ● **উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস : উদ্ভব, বিবর্তন, রূপরেখা** ● **প্রাক বঙ্কিম পর্বের বাংলা উপন্যাসের রূপরেখা** ● **বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিম।** ● **বঙ্কিমযুগের বাংলা বাংলা ঔপন্যাসিক- তাঁদের উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য** ● **বঙ্কিমপর্বের প্রতিনিধি স্থানীয় ঔপন্যাসিকদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে পর্যালোচনা** ● **উপন্যাসের ভবিষ্যত ও চিন্তাচেতনা**	উপন্যাস ও ছোটগল্প 'Genre (জ্যাঁ) অর্থাৎ ঘরানা হিসাবে উনিশ শতকেরই সৃষ্ট। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস এরপরে আসে ছোটগল্পের কথা। সাহিত্যের শাখা হিসাবে এরও জন্ম উনিশ শতকের শেষ ভাগে। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে 'ভারতী', 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' পত্রিকার দৌলতে বাংলা ছোটগল্পের সোনার তরী বাঙালী গর্বিত যে পো, বালজ্যা, চেকভ, মোঁপাসা – এঁরা রবীন্দ্র সমসাময়িক। কিছু গবেষণার ভুল ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা তোলা হয় তা অবৈধ সত্য নয়। ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার ফসল। বাস্তববোধের ব্যবহারে প্রত্যক্ষ জনজীবনের ছোট ছোট দুঃখ, সুখ, আশা-নিরাশার কণিক সৃষ্টি এরা। ফলে, বাংলা উপন্যাস এবং ছোটগল্পের দিক থেকে স্কট কিংবা বিদেশী ছোটগল্পকারদের স্মরণে রেখেও সগৌরবে স্বোপার্জিত আনন্দে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভাসিয়ে দিয়েছে এ শতককে।

		ছোটগল্প ● **ছোটগল্প : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, বিবিধ পাশ্চাত্য মতামত ও আধুনিক ছোটোগল্প, অনুগল্প, পরমাণু গল্প সম্পর্কিত ধারণা** ● **উনিশ শতকের বাংলা গল্পের উদ্ভব ও রূপরেখা পর্যালোচনা** ● **উনিশ শতকের বাংলা ছোটোগল্পের বিষয় ও আঙ্গিকগত সাধারণ লক্ষণ** ● **ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ** ● **রবীন্দ্র প্রতিনিধি স্থানীয় ছোটোগল্পকারের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা** ● **ছোটগল্পের ভবিষ্যত ও চিন্তা চেতনা**	বাংলা ছোটগল্প উনিশ শতকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা এখনও পাঠ্য। ছোটগল্পের স্বভাবধর্মকে সঠিক ভাবে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। অপার ঐশ্বর্য নিয়ে সাহিত্যের এই শাখাটি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ভাব সম্পদকে। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে বিশ্বমানের অংশীদার। স্বপ্ন কথায় যার ব্যাখ্যা অসম্ভব।

C-13 /SEM-6	**সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস**	**সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস** ● **সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তনের রূপরেখা** ● **সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা** ● **পাঠ্য নির্বাচিত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা (তুলনামূলক পদ্ধতিতে)** ● **রামায়ণ** ● **মহাভারত** ● **কালিদাস** ● **শূদ্রক** ● **বাণ** ● **ভাস** ● **জয়দেব**	সংস্কৃতিক সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা সাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি রাখা প্রয়োজন সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যের বিশাল সম্পদকে। একে একে মহাভারত, রামায়ণ, কালিদাসের খন্ডকাব্য, অশ্ব ঘোষের নাটক, শূদ্রকের নাটক, ভাস, ভারবি ও জয়দেবেবের কথা। যে জিনিসগুলো না জানলে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ ছিন্নমূল হয়ে দেখা দেয় কেননা এই সম্পদ নিয়েই তো বাংলা সাহিত্যের জন্ম, ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি অর্জন।

		ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস ● **পাঠের উপযোগিতা** ● **ইংরাজি-সাহিত্যের বিবর্তনের রূপরেখা** ● **ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা** ● **ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা (তুলনামূলক পদ্ধতিতে)** **চসার** **শেকসপীয়র** **মিলটন** **ওয়ার্ডসওয়ার্থ** **শেলী** **কিটস** **স্কট** **এলিয়ট** **হার্ডি** **ডিকেন্স** **ল্যাম্ব**	ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস একটি ব্যাপক বিস্ময়। এ্যাংলো অ্যাকশন পর্ব থেকে তার শুরু। চসারের, ক্যান্টারবেরি টেলস, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, শেক্সপীয়রের নাটক, সনেট, রোমান্টিক আন্দোলন ও গীতিকবিতা যেখানে কোলরিজ, ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলি, কীটস, স্বমহিমায় বিরাজিত। এর পাশে পো, ব্রাইডেন ইত্যাদির বুদ্ধিবাদী যুক্তি নির্ভর কাঠিণ্য, এডিসন ও স্টিলের ঋজু গদ্য। এগুলো জানতেই হয়। যে ভাষায় হাত ধরে বাংলার নবজাগরণের সূচনা তার ইতিহাস না জানলে এগোনো অসম্ভব।

CC-14 /SEM-6	**সাহিত্যের রূপ-রীতি ও সংরূপ**	**১. সাহিত্যের রূপ-রীতি** ● **ক্লাসিসিজম : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য** ● **বাংলা সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত** ● **রোম্যান্টিসিজম : বৈশিষ্ট্য** ● **বাংলা সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত** ● **রিয়ালিজম : বৈশিষ্ট্য, বাংলা সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত** ● **সুর-রিয়ালিজম : বৈশিষ্ট্য, বাংলা সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত** ● **সিম্বলিজম : বৈশিষ্ট্য /** ● **বাংলা সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত** ● **এপিক : সংজ্ঞা , বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মতামত, শ্রেণিবিভাজন ও তাদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য , সাহিত্যিক নিদর্শণ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা** ● **লিরিক : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, বাংলা সাহিত্যে বিবর্তন,সাহিত্যিক নিদর্শনের বিস্তৃত আলোচনা** ● **ট্রাজেডি : সংজ্ঞা,বৈশিষ্ট্য, গঠণ ও শ্রেণিবিভাগ, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য ট্যাজেডি**	সাহিত্য পড়ার পাশপাশি নিবিড় ভাবে জানতে হয় তার রূপ রীতির ইতিহাস। ক্লাসিসিজম,রোমান্টিসিজম,রিয়ালিজম – এসবের সংজ্ঞা এবং বাদ ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি দৃষ্টান্ত সহ না জানলে সাহিত্য পাঠ খন্ডিত হয়ে পড়ে। প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রের পাশাপাশি পাশ্চাত্য রূপ ও রীতি জানা আবশ্যক। না হলে গোলমাল হয়ে যায় বাস্তববাদ ও স্বভাববাদের অন্তর্গত ফারাক। বোঝা কঠিন হয় কে ক্লাসিক কে রোমান্টিক।

		সাহিত্যের সংরূপ সম্পর্কিত ধারনা ● **বাংলা কবিতা : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য,শ্রেণিবিভাগ, বাংলা কবিতার বিবর্তনের রূপরেখা,প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক নিদর্শণ** ● **নাটক : প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক নিদর্শণ** ● **উপন্যাস : প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক নিদর্শণ** ● **ছোটোগল্প : প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক নিদর্শণ** ● **প্রবন্ধ : প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক নিদর্শণ**	সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা। সেক্ষেত্রে কবিতা, নাটক, উপন্যাস – এসব যেমন পড়তে হয়, তেমনি জানতে হয় কবিতার ভিতরকার শ্রেণি বিভাজন। উপন্যাসের বিচিত্র আঙ্গিক, শ্রেণিকরণ। নাটকের বিভিন্ন বর্গ ও তার গোত্র পরিচয়। গাছকে চিনতে গেলে মূল থেকে শুরু করে কান্ড পর্যন্ত পৌঁছোনোয় জন্যই এই চেষ্টা। একটা বিরাট বিষয়কে জানতে গেলে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাগুলোর প্রয়োজন খুব জরুরি। তাই গীতিকবিতা, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য – এদের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ও গোত্র বিচার জানাটা আবশ্যক। তাতে স্বচ্ছতা বাড়ে।

DSE-3 /SEM-6	**বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্য**	**১. বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা গল্প** ● **বিশ শতকের প্রেক্ষাপট হিসাবে উনিশ শতক পর্যালোচনা ও সংযোগ সূত্র** ● **বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিচয় পর্যালোচনা** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা গল্পের বৈশিষ্ট্য** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশ, বিবর্তন রূপরেখা পর্যালোচনা** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা গল্পের বিষয় ও আঙ্গিকগত সাধারণ লক্ষণ** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রতিনিধি স্থানীয় বাংলা গল্পকারদের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা**	স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা ছোটগল্পের একটা বিরাট দিক হল স্বাদেশিকতা চেতনা, দু-দুটো বিশ্ব যুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ জনিত দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে ছড়ানো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, শোসক শোষিতের শ্রেণী সম্পর্ক, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলেনের প্রত্যক্ষত প্রভাব এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার। ফলে আদা, ফসিল, টোপ, জলসাঘর এরা যেমন একটা দিক – তেমনি আপাত ভাবে কাব্যিক মনে হলেও তেলেনাপোতা আবিস্কারের অন্তর্নিত অন্ধকার চেতনা। কিন্তু এই স্তরে সর্বাধিক মুখ্য স্রোত হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অবিশ্বাস,সংশয় এবং অপ্রেম। এই অন্ধকারকে চিনতে না পারলে বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ব ছোটগল্পকে চেনা যাবে না।

		বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস ● **পূর্বসূত্র অর্থাৎ উনিশ শতক আলোচনা করে বিশ শতকে প্রবেশ** ● **বিশ শতকের সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পরিচয় পর্যালোচনা** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ, বিবর্তন-রূপরেখা পর্যালোচনা** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকগত সাধারণ লক্ষণ** ● **বিশ শতকের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রতিনিধি স্থানীয় বাংলা উপন্যাসকারদের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা**	বিশ শতকের স্বধীনতা পূর্ববর্তী উপন্যাসের আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, জগদীশ গুপ্ত – এদেঁর কথা। প্রতিটি ক্ষেত্রে সারা বিশ্ব জুড়ে যে ভাব আন্দোলন অব্যাহত প্রবাহে গতিশীল যে – তার ছোঁয়া লেগেছে সর্বত্র। সেখানে বিশেষ ভাবে জীবনানন্দের নামও আসে। মনোগহনে আলো খেলা যেমন আছে তেমনি আছে শ্রেণি আন্দোলন বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি পরাধীনতার পাঠভূমিতে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক চেতনার মহোনীয় ব্যপ্তি ও গভীরতা। সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিকতা, সরাসরি রাজনীতি এবং সমাজনীতির চর্চা উপন্যাসের বিষয়কে অধিকার করেছে। চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেক সজীব, মননশীল, জটিল এবং বিচ্ছিন্নতার প্রান্তবাথী।

		১. প্রবন্ধ রচনা ● **প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা** ● **বিবিধ শ্রেণির প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা** ● **প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা** প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুগের বিভিন্ন শ্রেনীর সাহিত্য সংস্কৃত বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা :- **১. চর্যাপদ : সমাজচিত্র ও সাধনতত্ত্ব** **২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : সমাজের দর্পণ** **৩. মনসামঙ্গল কাব্য** **৪. চন্ডীমঙ্গল** **৫. ধর্মমঙ্গল** **৬. চৈতন্য জীবনী** **৭. বাংলা সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব** **৮. অনুবাদ সাহিত্য** **৯. ইসলামী সাহিত্য** **১০. চৈতন্য পূর্ববর্তী, চৈতন্য সমকালীন ও পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য** **১১. শাক্ত সাহিত্য** **১২. নাথ সাহিত্য ও শিবায়ণ** **১৩. লোকসাহিত্যের ধারায় ময়মনসিংহ গীতিকা** **১৪. বাউল গান** ● আধুনিক যুগের বিভিন্ন শ্রেনীর সাহিত্য সংস্কৃত বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা:- **১. নবজাগরণ ও বাংলা সাহিত্য** **২. প্রাক বঙ্কিম বাংলা গদ্য সাহিত্য**	বাংলা প্রবন্ধের চর্চা বিষয় ব্যাপকতায় শিখরকে স্পর্শ করেছে। চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এসবকে ঘিরে যেমন প্রবন্ধ রচনার এলাকা বড় হয়ে উঠেছে, - তেমনি আধুনিক যুগে গদ্য, সাময়িক পত্র, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, নাট্যতত্ত্ব, বিভিন্ন সাহিত্য তত্ত্ব – এসবও প্রবন্ধ চর্চার এলাকাভুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি এসেছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার পরিসর – যার প্রথম প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ। এর এলাকা বিশাল এবং মনন চর্চায় পরিধি বিরাট ও ব্যাপক।

		২. লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য (প্রাথমিক ধারণা) ● **লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়** ● **লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণি বিভাজন** ● **লোকসাহিত্য : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ** ● **ছড়া : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **প্রবাদ : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **বাঁধা : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **লোকসংগীত : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **লোকনাট্য : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **মন্ত্র : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা** ● **ময়মনসিংহগীতিকা : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাজন দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা**	সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তন্মধ্যে অন্যতম হলো লোকসংস্কৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন লোকায়ত বাংলাকে চেনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যকে কেন্দ্র করে শুধু আলোচনা নন; সংগ্রাহকও হয়েছিলেন। ছেলেভুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য এসব তার পরিচয় বহন করে। দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য এরকম অনেকে বাংলার লোককথাকে তুলে ধরেন। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা বাংলার আলপনা, ব্রতকথা, পাঁচালী, ছড়া – এসব নিয়ে প্রায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন।